CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 30 July, 2024 ■ আগরতলা ৩০ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ১৪ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সম্পূর্নভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে সরকার সচেষ্ট ঃ বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণরূপে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে সচেষ্ট। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (ডায়াসপোরা এনগেজমেন্ট) অঙ্কন ব্যানার্জি আজ আগরতলার রাজ্য অতিথিশালায় আজ 'বিদেশ সম্পর্ক অনুষ্ঠান' শীর্ষক এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিদেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় প্রথমবারের মত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে আলোচনা শুরু করে বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (ডায়াসপোরা এনগেজমেন্ট) অঙ্কন ব্যানার্জি বলেন, দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রককে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে ২০১৭ সাল থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। বিদেশে বসবাসরত, কর্মরত এবং শিক্ষার জন্য যাওয়া

ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান, কনস্যুলার পরিষেবা ও অনুপ্রবেশ রুখতে রাজ্য সরকারকে সহায়তা করতে এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক ও রাজ্য সরকার উভয়ই তাদের দায়িত্ব, করণীয়, সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত হচ্ছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে বিদেশে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ভারতীয় রয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। এছাড়াও তিনি কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক প্রবাসী ভারতীয়, বিদেশে কর্মরত ও শিক্ষার সুযোগ নিতে যাওয়া ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে, কিভাবে বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হয় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে রিজিওন্যাল পাসপোর্ট অফিসার আশিষ মিদ্দা বলেন, আরপিও কলকাতার আওতায় পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, সিকিম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। আগরতলায় পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র এবং ধর্মনগরে পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র রয়েছে। প্রতিদিন আগরতলায় ২৭০ জন এবং ধর্মনগরে ৪০ জন পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারীর সাক্ষাৎ নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিব অঙ্কন ব্যানার্জি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণরূপে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে সচেষ্ট। এক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে এক জোট হয়ে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী রাজ্যে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ, বিদেশে মৃত রাজ্যবাসীর দেহ আনা সহ আরও কিছু সমস্যা নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের প্রতিনিধিদের অবগত করেন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন ডিজিপি (ইন্টিলিজেন্স) অনুরাগ।

অনুষ্ঠানে বিদেশ মন্ত্রকের অবর সচিব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটের একমাত্র লক্ষ্য একচেটিয়া ব্যবসার কাঠামোকে শক্তিশালী করা ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.)।। কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে সোমবার লোকসভায় আলোচনায় অংশ নিলেন নিম্নকক্ষের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সমালোচনা করলেন বাজেটের। সোমবার রাহুল গান্ধী লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমার প্রত্যাশা ছিল, এই বাজেট দেশের কৃষকদের সাহায্য করবে, দেশের যুবকদের সাহায্য করবে, শ্রমজীবীদের সাহায্য করবে, এই দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবে। কিন্তু আমি যা দেখেছি তা হল, এই বাজেটের একমাত্র লক্ষ্য এই কাঠামোকে শক্তিশালী করা - একচেটিয়া ব্যবসার কাঠামো, একটি রাজনৈতিক একচেটিয়া, যা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়।'রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'ফল হল- যারা ভারতে কর্মসংস্থান দিয়েছেন, ছোট ও মাঝারি ব্যবসা, তাঁরা নোটবন্দি, জিএসটি এবং ট্যাক্স সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।' রাহুলের কথায়, 'যে "চক্রব্যূহ" ভারতকে কব্জা করেছে, তার পিছনে রয়েছে তিনটি শক্তি। প্রথমত, একচেটিয়া পুঁজির ধারণা - যে দু'জনকে সমগ্র ভারতীয় সম্পদের মালিক হতে দেওয়া উচিত। সুতরাং, "চক্রব্যূহ"-এর একটি উপাদান আসছে আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ থেকে। দ্বিতীয়ত, এই দেশের প্রতিষ্ঠান, যেমন সিবিআই, ইডি, আইটি। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক নির্বাহী। এই তিন মিলে "চক্রব্যূহ"-এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং তারা এই দেশকে ধ্বংস করেছে।'

জিষ্ণুকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই ।। নবনিযুক্ত তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মার সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রীর অসাধারণ কৃতিত্বে গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, জিষ্ণু দেববর্মাই ত্রিপুরার প্রথম ব্যক্তি যিনি কোনো রাজ্যে গভর্নরের মর্যাদাপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

এদিন প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী উনাকে সামনের নতুন যাত্রার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিষ্ণু দেববর্মার অভিজ্ঞতা ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। এছাড়াও প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মাকে স্বাগত জানিয়েছেন, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, প্রতিমা ভৌমিক, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্য মন্ত্রী, বিধায়ক সহ অন্যান্যরা।

হাইকোর্ট বার নির্বাচনে মনোয়ন দাখিল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। এবারো হাইকোর্ট বার নির্বাচনে লড়াই হবে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ ও বিজেপি লিগ্যাল সেলের মধ্যে। আগস্ট মাসের ১০ তারিখ হবে হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন। ১১ টি পদের জন্য ভোট নেওয়া হবে। ভোটার রয়েছেন ২১৭ জন। ৩০ জুলাই মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া যাবে। ৩১ জুলাই মনোনয়ন পত্রগুলি পরীক্ষা হবে। প্রত্যাহারের শেষদিন ১ আগস্ট। ১০ আগস্ট ভোট গ্রহণ শুরু হবে সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে, চলবে দেড়টা পর্যন্ত। সেদিনই হবে গণনা। এবারের নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হলেন নেপাল মজুমদার।

এদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই মনোনয়নপত্র দাখিলের কাজ শুরু হয়েছে।

সোমবার মনোনয়ন পত্র জমা দেন সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের প্রার্থীরা। সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের হয়ে সভাপতি পদে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন সিনিয়র আইনজীবী পীযুষ কান্তি বিশ্বাস ও সম্পাদক পদে সিনিয়র আইনজীবী সুব্রত সরকার। সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দিয়ে আইনজীবী পীযুষ কান্তি বিশ্বাস জানান আইনজীবী ওয়েলফেয়ার ফান্ড করা হয়েছে কাগজে কলমে। কিন্তু এই ফান্ডে এখনো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতাবাড়ি নির্মান কাজ দেখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির উন্নয়নের জন্য ৩৬ কোটি টাকা দিয়েছে ভারত সরকার। আগামীতে মন্দিরের আরো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে কাজ করবে। সোমবার মায়ের মন্দির দর্শন শেষে এই অভিমত ব্যক্ত করেন কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়াল ওরাম।

সোমবার উদয়পুর মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শন করে পূজো দিলেন কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়াল ওরাম। পূজো দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরার সাংসদ কৃতিদেবী সিং দেববর্মা, রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা প্রমূখ।

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মায়ের মন্দিরে পূজো দিয়ে রাজ্য ও দেশবাসীর কল্যাণ কামনা করেন।

পাশাপাশি তিনি এক সাক্ষাৎ করে বলেন জনসাধারণের সুবিধা তৈরি করার পাশাপাশি মন্দিরের উন্নয়ন ও সুন্দর করতে কেন্দ্রীয় সরকার ছয়ত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এই কাজের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা নিয়ে তিনি জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন। এছাড়াও মন্দিরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যা কিছু আবশ্যক রয়েছে তার জন্য কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার মিলে কাজ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়াল ওরাম।

স্বদেশ দর্শন ২.০ প্রকল্প

স্থান পেল আগরতলা ও উনকোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। বৈশ্বিক পর্যটন মানচিত্রে ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্বদেশ দর্শন ২.০ প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত দেশের ৫৭ টি গন্তব্যের মধ্যে আগরতলা ও উনকোটি স্থান পেয়েছে। স্বদেশ দর্শন ২.০ প্রকল্প রাজ্য স্থান পাওয়ায় রাজ্যের পর্যটন শিল্প বিশ্ব দরবারে আরও উন্মুক্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এদিকে স্বদেশ দর্শন ২.০ প্রকল্পে রাজ্য স্থান পাওয়ায় খুশি ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

সামাজিক মাধ্যমে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পর্যটন দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আগামী দিনে এই স্থানগুলো সহ পার্বত্য ত্রিপুরা পর্যটনের নয়া গন্তব্য হয়ে উঠবে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। গতকাল রাতে বিদুর কর্তার চৌমুহনী এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর একাউন্ট থেকে টাকা উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। এবার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর এর ব্যাংক একাউন্ট থেকে লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিলো প্রতারকের দল। প্রতারণার শিকার হওয়া অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী চিত্তরঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন, তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা উধাও হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, উনার ব্যাংক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হরিয়ানায় তৃতীয়বারের মতো বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। হরিয়ানার তৃতীয়বারের মতো বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কংগ্রেসের রাজনীতি দেখেছে হারিয়ানাবাসী। কংগ্রেস গুণ্ডামীর রাজনীতি করে। তাই এই নির্বাচনে হারিয়ানার মানুষ বিজেপিকেই বেছে নেবে। সোমবার এক সর্বভারতীয় বৈদ্যুতিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এমনটাই জানালেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিনের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিজেপি মহিলা, যুবক কৃষক এবং গরিবদের উন্নয়নে কাজ করছে। স্বচ্ছভাবে চাকরির ব্যবস্থা করছে। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের স্বচ্ছ কোন পরিকল্পনা নেই। রাহুল গান্ধী সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে যে ধরনের কথাবার্তা বলেন সেগুলো বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাকে শোভা দেয় না। তিনি সংসদ ভবনের মর্যাদা এবং গরিমাকে বিনষ্ট করেন বলে অভিমত সাংসদ বিপ্লব দেবের। তিনি আরো বলেন, কংগ্রেস একের পর এক বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে এনে বিজেপিকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা যে ধরনের অভিযোগ তোলে সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। বিরোধীরা বলছে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আশা কর্মীদের জন্য সরকার কিছু করেনি। কিন্তু তারা জানেই না, গোটা দেশের মধ্যে শুধুমাত্র হারিয়ানায় আশা কর্মীরা সব থেকে বেশি বেতন পাচ্ছেন। জাতিগত জনগণনা বিষয়ক মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বিপ্লব কুমার দেব বললেন, এটা রাহুল গান্ধীর স্বপ্নই থেকে যাবে। যেভাবে তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে জাতিগত জনগণনার বিষয়টি বলেছেন তা উনাকে শোভা পায় না কেননা তিনি সরকারে বসে নেই।

এদিকে আম আদমি পার্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বললেন আম আদমি পার্টির নিজের কোন গ্যারান্টি নেই। তাই তারা সাধারণ মানুষকে যে গ্যারান্টি দিচ্ছে তার কোন ভিত্তি নেই। সাধারণ মানুষ জানে কাকে ভোট দিতে হবে। তিনি বলেন, বিজেপি জানে কিভাবে রাজনীতি করতে হয়। রাজনৈতিক সমীকরণ জানি এই দল। বিজেপি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে বলে এদিন সাক্ষাৎকারে দাবি করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী

জন আরোগ্য যোজনায় অন্তভূক্ত আইজিএম ও ডেন্টাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এবং আইজিএম হাসপাতাল। সুবিধাভোগীর ইম্প্যাকক্টেড টুথ এক্সট্রাকশন এর মাধ্যমে এই প্রকল্পের বিনামূল্য পরিষেবা আজ শুরু হয়।

আজই আরেকজন রোগী ম্যান্ডিবল ফ্র্যাকচার এর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এখন সুবিধাভোগীরা বিনামূল্যে দন্ত চিকিৎসাও পাবেন। ওরাল ও মেক্সিলো ফেসিয়াল সার্জারি স্পেশালিটি আওতায় জয়েন্ট এনকাইলোসিস, ফিক্সেশন অফ ফ্র্যাকচার্ড জ, ক্যান্সার সার্জারি, কারেকশন অফ অরো এন্ট্রাল কমিউনিকেশন, ডেনটো অ্যালভিওলার ট্রমা ওয়ারিং সহ মোট ২২ টি প্যাকেজ সংক্রান্ত পরিষেবা এই হাসপাতাল থেকে পাওয়া যাবে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৩.৩৬ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগী রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের বিভিন্ন তালিকাভুক্ত হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা-এর অধীনে বিভিন্ন হাসপাতালে ১৮৬ কোটি টাকার দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫.২২ লক্ষ সুবিধাভোগীকে আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের বাকি জনগণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পরিষেবা নিশ্চিত করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ালেন মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ জুলাই।। আবারও গরীব দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নজির স্থাপন করলেন মন্ত্রী টিংকু রায়। কৈলাসহরের দেবস্থল এলাকায় অসহায় দু:স্থ ৬৫ বছরের বৃদ্ধা মা শেষবারের মতো তার মৃত ছেলের মুখ দেখেন এবং মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরিয়ে কাঁদলেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কৈলাসহরের দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের চার নং ওয়ার্ডের দেবস্থল গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ৭০ বছরের বীরবল তাঁতী এবং তার স্ত্রী ৬৫। বছরের গীতা তাঁতী। ধর্মে বিশ্বাসী পেশাগতভাবে তাঁরা দুজনই বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবী। দেবস্থল এলাকায় তাদের নিজ বাড়িতে জগন্নাথ মহাপ্রভুর একটি মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরে বিগত ত্রিশ বছর ধরে তাঁরা দুজন নিয়মিত ভাবে পূজা পাঠ করে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের দান দক্ষীনায় খুব কষ্ট করে বিগত ত্রিশ বছর ধরে এই মন্দির পরিচালনা করে আসছেন গীতা তাঁতী এবং বীরবল তাঁতী।

এ বিষয়ে গীতা দেবী জানিয়েছেন, তেত্রিশ বছরের নেপাল তাঁতী নামে তার এক ছেলে ছিল। অভাবের তাড়নায় নেপাল তাঁতী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিগত এক বছর ধরে ব্যাঙ্গালরুর এক বেসরকারি সংস্থার সিকিউরিটি গার্ডে কাজ করতেন এবং নেপাল ব্যাঙ্গালরুতে একাই থাকতো। বিগত কিছুদিন পূর্বে নেপাল ব্যাঙ্গালরুতে অসুস্থ হয়ে যায়। এবং শারিরীক অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ হয়ে যাওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য নেপাল ব্যাঙ্গালরুর এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যায়। অসুস্থতার খবর এবং বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তির খবর নেপাল নিজেই বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছিলেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, বেসরকারি হাসপাতালে চার দিন থাকার পর নেপালের মৃত্যু হয়। বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নেপালের মৃত্যুর খবর নেপালের মা গীতা তাঁতীকে ফোন করে জানায়। কিন্তু কি আর করবে গীতা দেবী ভেবে পাচ্ছিলেন না। কারন, গীতা দেবীর পারিবারিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে, তারা রেলের টিকিট ক্রয় করে ব্যাঙ্গালরুতে গিয়ে ছেলের মৃতদেহ দেখার সেই সামর্থ্য নেই। মৃত ছেলের মুখটা শেষবারের মতো দেখার জন্য লাগাতার দুই দিন গীতা দেবী বাড়িতে বসে কাঁদছিলেন। কোনো উপায় না পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী টিংকু রায়ের কাছে গীতা দেবী নিজেই ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে ঘটনাটি জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি মন্ত্রীর কাছে মৃতদেহটা বাড়িতে আনার অনুরোধ করেন। এরপর মন্ত্রী টিংকু রায় নিজেই ব্যাঙ্গালরুট বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করেন।

পরবর্তী সময়ে মন্ত্রী টিংকু রায়কে ব্যাঙ্গালরুর বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় যে, মৃত নেপাল তাঁতীর চিকিৎসা বাবদ এক লক্ষ সাত হাজার টাকা হাসপাতালে বকেয়া রয়েছে। এই বকেয়া টাকা প্রদান না করা হলে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ হস্তান্তর করবে না। পরবর্তী সময়ে বকেয়া এক লক্ষ সাত হাজার টাকা মন্ত্রী টিংকু রায় নিজেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৮৭ ▫ ৩০ জুলাই ২০২৪ ইং ▫ ১৪ শ্রাবণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বাঙালির হৃদয়ে বিদ্যাসাগর আজও অম্লান

পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক, লেখক, শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ বার্ষিকী রাজ্যেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া শ্রদ্ধায় মননে পালিত হইয়াছে। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি।
ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তাহার প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনেই লাভ করেন বিদ্যাসাগর উপাধি। বাংলা ও ইংরেজিতেও বিশেষ দখল ছিল তাহার।পাঁচ বছর বয়সে সনাতন বিশ্বাসের পাঠশালায় বিদ্যাসাগরের পড়াশোনা শুরু। আট বছর বয়সে বাবার সঙ্গে হাটিয়া তিনি কলকাতা যান এবং শিবচরণ মল্লিকের পাঠশালায় এক বছর পড়েন।সংস্কৃত কলেজে ১২ বছর অধ্যয়ন করেন এবং ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এসব বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। পড়ালেখা শেষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের হেড পণ্ডিত পদে যোগ দেন। পাঁচ বছর পর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন।সংস্কৃত কলেজ তাহার সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করগলে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফিরিয়া আসেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার। তিনি জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয়সহ একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ ও সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বর্ণপরিচয়', 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রভৃতি। অনুবাদ : 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (হিন্দি থেকে), 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' (শেকসপিয়ারের কমেডি অব এরস)।
বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষা ইত্যাদি কাজে বিদ্যাসাগর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন।যুগে যুগে বাংলার বুকে যে সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্মনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, হৃদয়বত্তা মানবসমাজে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হিমালয়ের মতো বিশাল ও উন্নত মনের মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ছিলেন না, করুণার সিন্ধুও ছিলেন।

জন্ম, পারিবারিক পরিচিতি ও শিক্ষাজীবন :- মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বরে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা ভগবতী দেবীর সংসার ছিল দরিদ্র কিন্তু মা ভগবতী ছিলেন করুণার প্রতিমূর্তি। শিশু ঈশ্বরচন্দ্র দারিদ্র্যকে সঙ্গী করেই বড় হয়ে ওঠেন। গ্রামে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠশালায় প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়া মাত্র ৮ বছর বয়সে বাবার হাত ধরিয়া পড়াশুনা করিতে কোলকাতায় চলিয়া আসেন। ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। এই মেধার স্বীকৃতি হিসেবে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দেয়া হয়। সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজি শিক্ষাতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।
কর্মই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচিতি। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ অলংকৃত করেন। সেখানে বিলেত থেকে আগত সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষা দিতেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেন। এরপর অধ্যক্ষের পদেও আসীন হন। তিনি স্কুল পরিদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তিনি অনুভব করেছিলেন প্রথাগত শিক্ষার বদলে আধুনিক শিক্ষাই হল যথাযথ শিক্ষা। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল সংস্কার করিয়াছিলেন সেগুলি হইল- পাঠক্রম সংস্কার, গণিতে ইংরেজির ব্যবহার, দর্শনে পাশ্চাত্য লজিকের প্রবর্তন, মাহিনা প্রবর্তন, বিরতি দিবসের পরিবর্তন প্রভৃতি। তিনি স্কুল বিভাগের সর্বস্তরের জন্য নতুন করিয়া বাংলা ভাষায় পাঠ্যবই লিখিলেন। - বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ঋজুপাঠ প্রভৃতি পুস্তক। বাংলা গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে তাঁহার হাত ধরিয়াই। পদ্যের মতো গদ্যেও তিনি যতি চিহ্ন ব্যবহার করিয়া গদ্য সাহিত্যকে ছন্দবদ্ধ করিয়াছেন।
বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র একজন শিক্ষাসংস্কারক নন, তিনি একজন প্রকৃত মানবপ্রেমিক ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় যেমন "সতীদাহ প্রথা" বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও চাহিয়াছিলেন বাল্যবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথা বন্ধ করিয়ি দিতে এবং বিধবা বিবাহ চালু করিতে। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি বিধবা বিবাহ চালু করবির জন্য শাস্ত্রীয় সমর্থন খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের শত বাধা অতিক্রম করিয় তিনি বড়লাটের সহায়তায় ১৮৫৬ সালে ২৮শে জুলাই "বিধবা বিবাহ আইন" পাস করাইলেন ও প্রবর্তন করিলেন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাও ছিল তাঁহার ব্রত।

দিল্লির আইএনএ মার্কেটে ফাস্ট ফুডের রেস্তোরাঁয় আগুন, ৪-৬ জন আহত

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির আইএনএ মার্কেটে অবস্থিত ফাস্ট ফুডের রেস্তোরাঁয়। সোমবার ভোররাতে আগুন লাগে দু"টি রেস্তোরাঁয়। এই অগ্নিকাণ্ডে ৪-৬ জন আহত হয়েছেন। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার ভোররাতে দিল্লির আইএনএ মার্কেটের একটি ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁয় আগুন লাগে, সেই আগুন আরও একটি রেস্তোরাঁয় ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। রেস্টুরেন্টের ছাদের কিছু অংশ ধসে পড়ে। আহত হয়েছেন ৪ থেকে ৬ জন।দিল্লি দমকলের এসটিও মনোজ মেহলাওয়াত বলেছেন, 'আমরা ভোররাত ৩.২০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার বিষয়ে জানতে পারি। দমকলের ৭-৮টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। দু"টি রেস্তোরাঁয় আগুন লেগেছে এবং ৬-৬ জন আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও নির্ণয় করা যায়নি। রেস্তোরাঁয় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বাণিজ্যিক সিলিন্ডার মজুত ছিল, যার ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।'

শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবারে শৈবতীর্থে পুণ্যার্থীদের ভিড়, হরিদ্বারে পুণ্যস্নান

হরিদ্বার, ২৯ জুলাই (হি.স.): শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবারে হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করলেন অসংখ্য পুণ্যার্থীরা। শ্রাবণ মাসের সোমবার দিনটিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। তাই ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন শিব মন্দিরে জলাভিষেক করেছেন পুণ্যার্থীরা।শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবারে মধ্যপ্রদেশের উজ্জ্বয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে বিশেষ ভস্ম আরতি করা হয়। ভোর থেকে ঝাড়খণ্ডের দেওঘড়ের বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে উপচে পড়ে ভক্তদের ভিড়। কানপুরের নয়াগঞ্জে নাগেশ্বর মন্দিরেও চলে পূজার্চনা। দিল্লির চাঁদনী চকের গৌরী শঙ্কর মন্দিরে ভক্তরা মহাদেব শিবের প্রার্থনা করেছেন।

আর্নেস্ট রাদারফোর্ড: নিউক্লিয়ার ফিজিকসের স্থপতি

প্রদীপ দেব

পরমাণুর নিউক্লিয়াস কে আবিষ্কার করেছেন? প্রোটন কে আবিষ্কার করেছেন? আলফা, বিটা, গামা রেডিয়েশন কে আবিষ্কার করেছেন? কার হাত ধরে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন শাখা নিউক্লিয়ার ফিজিকসের পথচলা শুরু হয়েছিল সেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে? তেজস্ক্রিয়তার প্রথম এককের নাম কী ছিল? এ রকম আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর হলো রাদারফোর্ড। সর্বকালের সেরা তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে সর্বকালের সেরা পরীক্ষণ পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড।
আশ্চর্য হলেও সত্য, রাদারফোর্ড হতে চেয়েছিলেন স্কুলশিক্ষক। নিউজিল্যান্ডের কোনো সাধারণ স্কুলে পড়ানোর জন্য তিনবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। সেই রাদারফোর্ড অচিরেই হয়ে উঠেছিলেন এত বড় বিজ্ঞানী, যিনি পদার্থবিজ্ঞানী হয়েও ১৯০৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রসায়নে, তেজস্ক্রিয়া বিকিরণ—সংক্রান্ত গবেষণার জন্য। পরে আরও দুটি নোবেল পুরস্কার তিনি পেতে পারতেন প্রোটন কিংবা নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের জন্য। তাঁর প্রায় দুই ডজন গবেষক-ছাত্র এবং গবেষণা-সহযোগীর মধ্য থেকে পরবর্তীকালে ১১ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে। ফ্রেডেরিক সডিরসায়ন ১৯২১, নীলস বোরপদার্থবিদ্যা ১৯২২, জেমস চ্যাডউইকপদার্থবিদ্যা ১৯৩৫, জর্জ ডি হেভেসিরসায়ন ১৯৪৩, অটো হ্যানরসায়ন ১৯৪৪, এডওয়ার্ড অ্যাপ্লেটনপদার্থবিদ্যা ১৯৪৭, প্যাট্রিক ব্ল্যাকেটপদার্থবিদ্যা ১৯৪৮, সিসিল পাওয়েলপদার্থবিদ্যা ১৯৫০, আর্নেস্ট ওয়াল্টনপদার্থবিদ্যা ১৯৫১, জন কক্কফটপদার্থবিদ্যা ১৯৫১, পিয়ত্র ক্যাপিৎসাপদার্থবিদ্যা ১৯৭৮
পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখার নাম আমরা এখন নিউক্লিয়ার ফিজিকস হিসেবে জানি, সেই শাখার উৎপত্তি হয়েছে রাদারফোর্ডের নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। পরমাণুর প্রধান উপাদানগুলোর আবিষ্কারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন রাদারফোর্ড। ইলেকট্রনের আবিষ্কারক টমসন ছিলেন রাদারফোর্ডের গবেষণা- শিক্ষক। রাদারফোর্ড আবিষ্কার করেছেন প্রোটন এবং নিউক্লিয়াস, তাঁর ছাত্র চ্যাডউইক আবিষ্কার করেছেন নিউট্রন। নিউক্লিয়ার ফিজিকসের জনক বলা হয় রাদারফোর্ডকে। আধুনিক বিজ্ঞানের জগতের এই মহানায়ক রাদারফোর্ড ছিলেন একজন চাষির ছেলে, যাঁর শৈশবের বেশির ভাগ কেটেছে নিউজিল্যান্ডের এক অখ্যাত গ্রামে।
আশ্চর্য হলেও সত্য, রাদারফোর্ড হতে চেয়েছিলেন স্কুলশিক্ষক। নিউজিল্যান্ডের কোনো সাধারণ স্কুলে পড়ানোর জন্য তিনবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। সেই রাদারফোর্ড অচিরেই হয়ে উঠেছিলেন এত বড় বিজ্ঞানী, যিনি পদার্থবিজ্ঞানী হয়েও ১৯০৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রসায়নে, তেজস্ক্রিয়া বিকিরণ—সংক্রান্ত গবেষণার জন্য। পরে আরও দুটি নোবেল পুরস্কার তিনি পেতে পারতেন প্রোটন কিংবা নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের জন্য।
নিউজিল্যান্ডের সাউথ আইল্যান্ডের একটি ছোট্ট শহর নেলসন। এই শহর থেকে বেশ কিছু দূরে ব্রাইটওয়াটার ও স্প্রিং-গ্রোভের মাঝামাঝি একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের জন্ম। ১৮৭১ সালের ৩০ আগস্ট। তাঁর মা---বাবা খুব ছোটবেলায় নিউজিল্যান্ডে এসেছিলেন অভিবাসী হয়ে। বাবা জেমস রাদারফোর্ড এসেছিলেন স্কটল্যান্ড থেকে আর মা মার্থা এসেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে। মার্থা একটি স্কুলে পড়াতেন, আর জেমস চাষাবাদের পাশাপাশি ঘোড়ার গাড়ির কাঠের চাকা মেরামত করতেন। জেমস-মার্থার ১২ ছেলেমেয়ের মধ্যে চতুর্থ সন্তান ছিলেন আর্নেস্ট। আর্নেস্টের বয়স যখন সাড়ে পাঁচ, তখন তাঁদের পরিবার আরও পাঁচ কিলোমিটার দূরে ফক্সহিলে চলে যায়। সেখানে সাধারণ সরকারি স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি বাবা ও বড় ভাইদের সঙ্গে জমিতে চাষাবাদের কাজও করতে হতো আর্নেস্টকে। বড় হয়ে দক্ষ আলুচাষি হওয়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন আর্নেস্ট তার অন্য ভাইদের সঙ্গে।
স্কুলের লেখাপড়ায় রাদারফোর্ড খুব যে অসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তা নয়। মা-বাবার অর্থনৈতিক সামর্থ্য ছিল খুবই কম। স্কলারশিপ না পেলে বেশি দূর পড়াশোনা করার সুযোগ ছিল না। তাই স্কুল-কলেজের স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য যতটুকু ভালো করলে হতো, ঠিক ততটুকুই করতেন রাদারফোর্ড। ছোটবেলায় বিজ্ঞানের প্রতি আলাদা কোনো আকর্ষণ তৈরি হয়নি। কিন্তু হাইস্কুল এবং কলেজে পড়ার সময় যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ পেতেন রাদারফোর্ড। ১৮৮৭ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত নেলসন কলেজে মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনার পর ক্যান্টারবারি কলেজে ভর্তি হন। ক্যান্টারবারি কলেজই অনেক বছর পরে ক্যান্টারবারি ইউনিভার্সিটিতে পরিবর্তিত হয়। রাদারফোর্ডের পরীক্ষণ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় এখান থেকেই। বিদ্যুৎ---চুম্বক তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তিনি এ সময়। বেতার তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ করার একটি কার্যকরী যন্ত্র তৈরি করেন তিনি। ১৮৯২ সালে তিনি বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। বিএ পাস করার পর স্কুলের শিক্ষক হয়ে বিয়েশাদি করে সুখে দিন যাপন করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তাঁর প্রেমিকা মেরি নিউটনও এ রকম সুখী-গৃহকোণের স্বপ্ন দেখছিলেন তখন। কিন্তু স্কুলে চাকরি পাননি রাদারফোর্ড। তবে বিএ পরীক্ষার রেজাল্টের ভিত্তিতে এমএ পড়ার জন্য একটা স্কলারশিপ পেলেন রাদারফোর্ড। বিয়ে মুলতবি রেখে ১৮৯৩ সালে এমএ পাস করলেন রাদারফোর্ড।
নিউজিল্যান্ডের এমএ ডিগ্রিতেও একটি স্কুলমাস্টারি জুটছিল না। রাদারফোর্ড স্থির করলেন ইউরোপে চলে যাবেন আরও লেখাপড়া করার জন্য। কিন্তু সেই সময় ইউরোপের ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ পেতে হলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় দরখাস্ত করতে হতো। রাদারফোর্ড তাই এমএ পাস করার পরেও আবার বিএসসি কোর্সে ভর্তি হলেন ১৮৯৪ সালে। এ সময় ক্রাইস্টচার্চ বয়েজ হাইস্কুলের একজন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়লে রাদারফোর্ড কিছুদিন খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। কিন্তু সেই বেতনে ঘরসংসার করা সম্ভব ছিল না। তিনি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করার জন্য একটি স্কলারশিপের দরখাস্ত করলেন। ব্রিটিশ সরকার ১৮৫১ সাল থেকে তাদের কলোনিভুক্ত দেশ, ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের জন্য কিছু স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেছিল। এসব দেশ থেকে মাত্র একজন বা দুজনকে বছরে ১৫০ পাউন্ড করে দুই বছর পড়াশোনার জন্য এই স্কলারশিপ দেওয়া হতো। ১৮৯৫ সালে নিউজিল্যান্ডের জন্য মাত্র একটি স্কলারশিপ ছিল। রাদারফোর্ড দরখাস্ত করেছিলেন, কিন্তু প্রথমে তিনি স্কলারশিপটি পাননি। অকল্যান্ডের একজন কেমিস্ট জেমস ম্যাকলরিন স্কলারশিপটি পেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাকলরিন তখন একটি চাকরি পেয়ে গেছেন আর সদ্য বিয়ে করেছেন, ইংল্যান্ডে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই তাঁর। ম্যাকলরিন স্কলারশিপটি প্রত্যাখ্যান করার পর তা রাদারফোর্ডকে দেওয়া হয়। স্কলারশিপ পাওয়ার খবরটি যখন আসে, তখন রাদারফোর্ড আলুখেতে আলু তুলছিলেন। বিষয়ে পরে পরে তিনি বলেছেন, 'ওই দিনই ছিল আমার জীবনের শেষ আলু তোলা।' ১৮৯৫ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবে যোগ দিলেন রাদারফোর্ড। তিনিই ছিলেন ক্যাভেন্ডিস ল্যাবের প্রথম বহিরাগত ছাত্র। এর আগে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই স্নাতক পাস করে স্নাতকোত্তর গবেষণায় ক্যাভেন্ডিস ল্যাবে ঢোকার সুযোগ পাওয়া যেত। জোসেফ জন টমসনের (জে জে থমসন) তত্ত্বাবধানে গবেষণা শুরু করলেন রাদারফোর্ড।
ক্যাভেন্ডিস ল্যাবে গবেষণা শুরুর মাসখানেক পরেই ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানিতে রন্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন। ইউরোপের সব পরীক্ষণ পদার্থবিজ্ঞানীই তখন এক্স-রে সম্পর্কিত গবেষণায় আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ক্যাভেন্ডিস ল্যাবের পরিচালক জে জে টমসন তখন আয়নসংক্রান্ত গবেষণা করছিলেন। গ্যাসের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলার সময় এক্স-রে প্রয়োগ করলে কী প্রতিক্রিয়া হয়, তা দেখার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠলেন তিনি। পরীক্ষণ পদার্থবিজ্ঞানী হলেও জে জে টমসন হাতের কাজে খুব বেশি দক্ষ ছিলেন না। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন দক্ষ সহযোগী দরকার। ক্যাভেন্ডিস ল্যাবে কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই সবাই রাদারফোর্ডের কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে গেছেন। রাদারফোর্ড ক্যান্টারবারি কলেজের ল্যাবে বসে তৈরি করেছিলেন বেতার তরঙ্গের ডিটেক্টর। সেই ডিটেক্টর তিনি কেমব্রিজে নিয়ে এসেছেন। সেটা নিয়েই কাজ করছিলেন তিনি। বেতার তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের যন্ত্র নিয়ে সেই সময় ইতালিতে মার্কনি আর ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্র বসু স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছিলেন। সেই সময় কোথায় কী গবেষণা হচ্ছে, তা সব সময় জানার সুযোগ ছিল না। টমসন যখন বললেন তাঁর এক্স-রে ও আয়নের গবেষণায় যোগ দিতে, রাদারফোর্ড রাজি হয়ে গেলেন। এক্স-রে আবিষ্কৃত হওয়ার কিছুদিন পরেই ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী হেনরি বেকরেল তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন। রাদারফোর্ড এক্স-রে ও তেজস্ক্রিয়তা—সংক্রান্ত গবেষণার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন। রাদারফোর্ড ও জে জে টমসনের যৌথ গবেষণার ফসল পেতে দেরি হলো না। ১৮৯৭ সালে আবিষ্কৃত হলো ইলেকট্রন। এক্স-রের ফলে যে আয়নাইজেশন হয়, তা—ও টমসন ও রাদারফোর্ড প্রথম আবিষ্কার করেন।
তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হওয়ার পর ফ্রান্সে মেরি কুরি ও পিয়েরে কুরি তেজস্ক্রিয়তার রাসায়নিক ধর্মসংক্রান্ত গবেষণা করতে করতে আবিষ্কার করেছেন তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম। রাদারফোর্ড শুরু করলেন তেজস্ক্রিয়তার ভৌত ধর্মসংক্রান্ত গবেষণা। ১৮৯৭ সালের মধ্যেই রাদারফোর্ড আবিষ্কার করলেন ইউরেনিয়াম থেকে দুই ধরনের তেজস্ক্রিয়া বিকিরণ বের হয়। একধরনের বিকিরণ খুব বেশি দূর যেতে পারে না। তিনি কাজের সুবিধার্থে গ্রিক অক্ষর অনুসারে তার নাম দিলেন আলফা রেডিয়েশন। আরেক ধরনের বিকিরণ যেটা আলফা বিকিরণের তুলনায় অনেক দূর যেতে পারে (কয়েক সেন্টিমিটার থেকে এক মিটার পর্যন্ত); রাদারফোর্ড এই বিকিরণের নাম দিলেন বেটা রেডিয়েশন। আরও কয়েক বছর পরে রাদারফোর্ড আরও একধরনের বিকিরণ আবিষ্কার করেন। সেটার নাম দিলেন গামা রেডিয়েশন।
গবেষণায় দ্রুত এত কিছু আবিষ্কার করার পরেও তখন পর্যন্ত কোনো স্থায়ী চাকরি হয়নি রাদারফোর্ডের। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা তিনি দেখছেন না। কারণ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন পর্যন্ত কোনো বহিরাগতকে অধ্যাপনা করার সুযোগ দেওয়া হতো না। শুধু কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদেরই নিয়োগ দেওয়া হতো সেখানে। অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজতে শুরু করলেন রাদারফোর্ড। তাঁর দ্রুত একটি স্থায়ী চাকরি দরকার। কারণ, মেরি নিউটনের সঙ্গে তাঁর বিয়েটা ঝুলে আছে অনেক দিন। নিউজিল্যান্ড থেকে মেরি নিয়মিত চিঠি লিখে তাগাদা দিচ্ছেন তাঁকে।
রাদারফোর্ড দরখাস্ত করলেন কানাডার মর্নন্টিয়েলের ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে বেশ বড় একটি নতুন ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে উইলিয়াম ম্যাকডোনাল্ড নামের একজন ধনী তামাক ব্যবসায়ীর টাকায়। সেই ল্যাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ম্যাকডোনাল্ড প্রফেসর পদ। অনেক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী এই পদের জন্য দরখাস্ত করলেও জে জে টমসনের সুপারিশে পদটি দেওয়া হয় ২৭ বছরের তরুণ রাদারফোর্ডকে। ১৮৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে কেমব্রিজ থেকে কানাডায় চলে গেলেন রাদারফোর্ড। পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে তিনি ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির ফিজিকস ডিপার্টমেন্টকে উত্তর আমেরিকার সেরা ফিজিকস ডিপার্টমেন্টে পরিণত করেন। তেজস্ক্রিয়তা—সংক্রান্ত গবেষণাই হয়ে ওঠে রাদারফোর্ডের প্রধান গবেষণার বিষয়। দুই বছর পর ১৯০০ সালে রাদারফোর্ডের সময় এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্য হয় নিউজিল্যান্ডে গিয়ে মেরিকে বিয়ে করে কানাডায় নিয়ে আসার। আর্নেস্ট ও মেরি রাদারফোর্ডের দাম্পত্য জীবন ছিল বৈচিত্র্যহীন কিন্তু শান্তিপূর্ণ। রাদারফোর্ডের গবেষণার কিছুই বুঝতেন না মেরি। কিন্তু স্বামীর গর্বে খুবই গর্বিত ছিলেন তিনি। তাঁদের একমাত্র সন্তান এইলিনের জন্ম হয় ১৯০১ সালে।
রাদারফোর্ডের তেজস্ক্রিয়তার গবেষণায় প্রচুর রাসায়নিক কাজকর্ম দরকার। তাঁর গবেষণায় সাহায্য করার জন্য তিনি খুঁজে বের করলেন ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ডেমনেস্ট্রেটর ফ্রেডেরিক সডিকে। ফ্রেডেরিক সডি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে কানাডায় এসেছেন চাকরি নিয়ে। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাদারফোর্ডের গবেষণা পদার্থবিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আলফা ও বিটা রেডিয়েশনের ফলে তেজস্ক্রিয় মৌলের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। ইউরেনিয়াম মৌল থেকে একটি আলফা কণা বেরিয়ে গেলে ইউরেনিয়াম থোরিয়ামে পরিণত হয়। আবার থোরিয়াম থেকে একটি আলফা কণা বের হয়ে গেলে থোরিয়াম পরিণত হয় রেডিয়ামে। তেজস্ক্রিয়তার ফলে মৌলের এই যে পরিবর্তন, এটা প্রথম আবিষ্কার করেন রাদারফোর্ড।এই আবিষ্কারের জন্য তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান ১৯০৮ সালে। রসায়নে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রাদারফোর্ড বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জুনিয়র সহকর্মী ফ্রেডেরিক সডিও রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯২১ সালে।
১৯০৩ সালে রাদারফোর্ড রয়্যাল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন। ১৯০৪ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির রামফোর্ড মেডেল অর্জন করেন। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয় রাদারফোর্ডের প্রথম বই রেডিওঅ্যাকটিভিটি। এই বই ছিল রেডিওঅ্যাকটিভিটির ওপর পৃথিবীর প্রথম টেক্সটবুক। সেই সময় সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বইয়ের মাধ্যমেই এই বিষয়টির শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। পরের বছর এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন রাদারফোর্ড। ১৯০৬ সালে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর দ্বিতীয় বই রেডিওঅ্যাকটিভ ট্রান্সফরমেশনস। কানাডা থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে চাচ্ছিলেন রাদারফোর্ড। ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন। এখানে তাঁর সহযোগী হিসেবে তিনি পান জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী হ্যান্স গাইগার এবং তাঁর তরুণ ছাত্র আর্নেস্ট মার্সডেনকে। তেজস্ক্রিয়তার গবেষণা অব্যাহত থাকে। গাইগার এই গবেষণার জন্যই উদ্ভাবন করেন রেডিয়েশন ডিটেক্টর, যা এখন আমরা সবাই চিনি গাইগার কাউন্টার হিসেবে।
১৯০৯ সালে আলফা কণার ধর্ম পরীক্ষা করার জন্য রাদারফোর্ড ও মার্সডেন অনেকগুলো ধারাবাহিক পরীক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সেই পরীক্ষায় দেখা গেল ইউরেনিয়াম সল্ট থেকে আলফা কণা নির্গত হয়ে বেশির ভাগই পাতলা সোনার পাতের মধ্য দিয়ে বাধাহীনভাবে চলে গেল। কিন্তু কিছু আলফা কণা যেদিক থেকে নির্গত হয়েছে, পাতলা সোনার পাত থেকে সেদিকেই ফিরে এসেছে। এ ঘটনাকে রাদারফোর্ড পরে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'মনে হচ্ছিল একটা ১৫ কেজি ভরের কামানের গোলা একটি টিস্যু পেপারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে। এই পরীক্ষণের পর ধারাবাহিকভাবে আরও অনেক পরীক্ষা করেন। তারপর রাদারফোর্ড এই সিদ্ধান্তে আসেন, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে অত্যন্ত ঘনীভূত ভর, যা পরে নিউক্লিয়াস হিসেবে পরিচিত হয়। পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতির পর ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের ভিত্তিতে ১৯১১ সালে পরমাণুর রাদারফোর্ড মডেল প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেখানে ইলেকট্রনগুলো কীভাবে থাকে, সে ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় মডেলটি সংশোধনের দরকার হয়। ১৯১২ সালে নীলস বোর ম্যানচেস্টারে এলেন রাদারফোর্ডের সঙ্গে গবেষণা করার জন্য। নীলস বোর রাদারফোর্ডের সহযোগিতায় আবিষ্কার করেন তাঁর বিখ্যাত বোর মডেল। ১৯১৩ সালে রাদারফোর্ড প্রকাশ করেন তাঁর তৃতীয় বই রেডিওঅ্যাকটিভ সাবস্ট্যান্স অ্যান্ড দেয়ার রেডিয়েশনস। ১৯১৪ সালে রাদারফোর্ডকে ব্রিটিশ সরকার নাইট উপাধি দেয়। নাইটহুড অর্জন করার পর তিনি হলেন স্যার রাদারফোর্ড। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত রাদারফোর্ড ব্রিটিশ নেভির উদ্ভাবন ও গবেষণাকেন্দ্রে কাজ করেন।
১৯১৯ সালে জে জে টমসন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের মাস্টার নিযুক্ত হলে ক্যাভেন্ডিস ল্যাবের পরিচালক পদ থেকে সরে আসেন। তাঁর সুপারিশে সেই পদে যোগ দেন রাদারফোর্ড। আমৃত্যু ওই পদেই ছিলেন রাদারফোর্ড। ক্যাভেন্ডিস ল্যাবের দায়িত্ব নিয়ে তিনি তাঁর ছাত্র জেমস চ্যাডউইকের সঙ্গে গবেষণা শুরু করেন। ১৯১৯ সালে তিনি প্রোটন আবিষ্কার করেন। তাঁর ও চ্যাডউইকের দীর্ঘ গবেষণার ফসল নিউট্রন। ১৯২৮ সালে নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়। এ জন্য চ্যাডউইক নোবেল পুরস্কার পান ১৯৩৫ সালে।
১৯২৫ সালে রাদারফোর্ডকে যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অব মেরিট' দেওয়া হয়। ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন রাদারফোর্ড। ১৯৩৭ সালে রাদারফোর্ডের চতুর্থ বই দ্য নিউয়ার আলকেমি প্রকাশিত হয়। ওই বছর ১৯ অক্টোবর রাদারফোর্ডের মৃত্যু হয়।
মানুষ হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন রাদারফোর্ড। খুব উচ্চ স্বরে কথা বলতেন তিনি। তিনি এত জোরে কথা বলতেন যে অনেক সময় নয়েস সেনসেটিভ যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যেত তাঁর ল্যাবে। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি কখনো নাক গলাতেন না। এত সম্মাননা পাওয়ার পরেও তাঁর আচরণে কোনো পরিবর্তন হয়নি।
তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর সম্মানে রেডিওঅ্যাকটিভিটির প্রথম একক হিসেবে রাদারফোর্ড গৃহীত হয় ১৯৪৬ সালে। প্রতি সেকেন্ডে ১০ লাখ কণা বিকিরণের হারকে এক রাদারফোর্ড ধরা হয়। ১৯৫৩ সালে এর চেয়ে বড় আরেকটি একক প্রচলন করা হয় মেরি কুরির নামে। এক কুরি হলো সেকেন্ডে ৩৭ বিলিয়ন বিকিরণ। ১৯৭৪ সালে প্রচলন করা হয় বিকিরণের আন্তর্জাতিক একক বেকরেল। প্রতি সেকেন্ডে একটি বিকিরণ হলো বেকরেল। ১৯৭৫ সাল থেকে রাদারফোর্ড একক আর ব্যবহার করা হয় না। ১৯৯৭ সালে ১০৪ প্রোটনবিশিষ্ট পরমাণুর নাম রাখা হয় রাদারফোর্ডিয়াম ।

কীভাবে শুরু হকিংয়ের পথচলা?

আরশাদ মোমেন //

স্টিফেন হকিং নিয়ে কোনো রকম অনুসন্ধিতা ছিল না, এ রকম বিজ্ঞানপ্রেমী ব্যক্তি খুঁজে বের করা বেশ কষ্টকর। কিন্তু তিনি আদতে কী করেছিলেন, এটা জিজ্ঞেস করলে অনেকেই মাথা চুলকাতে শুরু করবেন। হকিংয়ের মৃত্যুর পরপরই আমাদের গণমাধ্যমে যে দোলা লেগেছিল, তার ফলে আমাকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেশ কয়েকবার টিভি ক্যামেরার সামনে হাজিরা দিতে হয়েছিল। এ রকমই একটা অনুষ্ঠানে স্টিফেন হকিংকে বিগ ব্যাং তত্ত্বের জনক হিসেবে উপস্থাপন করে সঞ্চালক আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। এর উত্তরে কী বলেছিলাম, তা এ মুহূর্তে মনে নেই। কিন্তু এ রকম অজ্ঞতায় যে হালকা বিরক্ত হয়েছিলাম, তা চাপা রাখতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আসল কথা হলো, আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের বাড়ির কাজ বা হোমওয়ার্ক না করেই আলোচনা করতে বসে যাই।
তখনই আমার উপলব্ধি হলো, পদার্থবিজ্ঞানে হকিংয়ের অবদানটা কোথায়, সেটা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে এখানে একটা কথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমার বিশ্লেষণের সঙ্গে অন্য কোনো বিজ্ঞানকর্মীর বিশ্লেষণ না-ও মিলতে পারে। কারণ, আমি বরাবরই মনে করি, বিজ্ঞান কখনোই শুধু এক ব্যক্তির একাকী সাধনার ফসল নয়; বরং এটা সামষ্টিক কর্মকাণ্ড। কারণ, শুধু তত্ত্ব দিয়েই বিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত হন না, প্রকৃতি সেই তত্ত্ব মেনে না চললে, সবচেয়ে সুন্দর আর আকর্ষণীয় তত্ত্বকেও ফুটবল খেলার মাঠে গোল করার হারানো সুযোগ বলেই পরিগণিত হতে হবে। আর রেকর্ডের পাতায় এ রকম হারানো সুযোগগুলোর কোনো পরিসংখ্যান কেউ টুকে রাখে না। সে জন্য তত্ত্বকে যাচাই করার জন্য লাগে পরীক্ষণ, আর এ জন্য প্রয়োজন পরীক্ষণবিদদের, যাঁদের অবদান তাত্ত্বিকদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
হকিং যে জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করেছেন, তিনি কিন্তু সেসব তত্ত্বের আদি জনক নন। তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাও প্রণয়ন করেননি, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের জনকও নন। এমনকি নতুন কোনো ধরনের কৃষ্ণগহ্বরও (Black hole) তিনি আবিষ্কার করেননি। তারপরও তিনি সাধারণ মানুষের কাছে একটি অত্যন্ত সুপরিচিত নাম, হয়তোবা তাঁর হুইলচেয়ারে বসে থাকা, তাঁর চাহনিই তাঁকে মানুষের কাছে আরও কৌতূহোলদ্দীপক করেছে। যা-ই হোক, হকিংয়ের এই শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে চিন্তার বাইরে রেখেই তাঁর কাজগুলোর ওপর দৃষ্টিপাত করব। হকিংয়ের কাজগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখব, তিনি কখনো তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে একটা বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেননি। অর্থাৎ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ধারণাকে তিনি আলিঙ্গন করে নিয়েছেন। এটা অনেক বিজ্ঞানীই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আর পারেন না। হকিংয়ের কাজগুলোকে যদি আমরা একটা উপন্যাসের মতো সাজাই, তাহলে সেটাকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিরাপদ ট্রেন যাত্রা নিশ্চিত করতে ট্র্যাক সুরক্ষার কাজকে অগ্রাধিকার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৯ জুলাই, ২০২৪: রেলওয়ে ট্র্যাকের সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে এবং রেল যাত্রীদের আরও বেশি সুরক্ষিত ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজেও ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেলওয়ে বোর্ডের দ্বারা ধার্য করা ট্র্যাক সুরক্ষা সম্পর্কিত একাধিক লক্ষ্য অতিক্রম করে মাইলস্টোন অর্জন করেছে।

২০২৪-এর জুন মাসে ২৬.৩৮ কিলোমিটার সম্পূর্ণ ট্র্যাক নবীকরণ করা হয়েছে, যার ফলে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ৬৯.৬৫ কিলোমিটার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৯.৭৭ শতাংশ অধিক। মাসটিতে ২৩.৬৯ টিকেএম (ট্র্যাক কিলোমিটার)-এর থ্রু স্লিপার রিনিউয়াল দ্বারা ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ৭১.৭৫ টিকেএম-এর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩৫.৬৩ শতাংশ অধিক। সংশ্লিষ্ট মাসে ২৩টি সমতুল্য সেটের থ্রু টার্নআউট রিনিউয়াল সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৪৮.৫০ সমতুল্য সেট পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ঘটেছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১৭.৯৮ শতাংশ অধিক। জুন, ২০২৪ মাসে ১৭টি থিক ওয়েব সুইচ (টিডব্লিউএস) স্থাপন করে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৪৯-এর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩৫০ শতাংশ অধিক। এছাড়াও, মাসটিতে ২৮.৩৪ টিকেএম ডিপ স্ক্রিনিং (প্লেন ট্র্যাক) সম্পন্ন করে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ১৪৫.৪১ টিকেএম-এর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫৬ শতাংশ অধিক।এছাড়াও, ইউএসএফডি (আল্ট্রা সোনিক ফ্লু ডিটেকশন) মেশিন দিয়ে জুন, ২০২৪-এ ১১৩২.২০ কিলোমিটার ট্র্যাক পরীক্ষা করে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৫২২১.৬০ কিলোমিটার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে। ইউএসএফডি প্রযুক্তির দ্বারা ফাটলের মতো ত্রুটি শনাক্ত করা হয় এবং সুরক্ষার জন্য ত্রুটিযুক্ত রেল সময় মতো সরিয়ে ফেলা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ট্রেন যাত্রীদের উন্নতমানের স্বাচ্ছন্দ্যের নিরাপদ ও সুরক্ষিত ট্রেন যাত্রা প্রদানের জন্য উপযুক্ত অবস্থায় রেলওয়ে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিয়মিতভাবে তার জোনের মধ্যে একাধিক ট্র্যাক নবীকরণের কাজ গ্রহণ করে থাকে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পুরোনো, জরাজীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্ত স্লিপারের প্রতিস্থাপন এবং ট্র্যাকের ব্যালাস্টিং সহ ডিপ স্ক্রিনিং।

উত্তর প্রদেশে বিধানসভায় তুলকালাম, ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ সপা বিধায়কদের

লখনউ, ২৯ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশ বিধানসভার প্রথম দিনেই তুলকালাম। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে উত্তর প্রদেশ বিধানসভার অধিবেশন, এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই সমাজবাদী পার্টির বিধায়করা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। বিদ্যুৎ, বন্যা ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা ইস্যুতে প্রতিবাদে মুখর অখিলেশ যাদবের দলের বিধায়করা।বিরোধী দলনেতা তথা সপা বিধায়ক মাতাপ্রসাদ পান্ডে বলেছেন, 'রাজ্য বর্তমানে খুবই গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে - বন্যা, আইনশৃঙ্খলা সমস্যা এবং দুর্নীতিও রয়েছে।' অধ্যক্ষ সতীশ মাহানা বিরোধী দলনেতাকে বলেন, 'আমরা এই সব নিয়ে আলোচনা করব। আপনি বিরোধী দলনেতা, নোটিশ দেওয়ার অধিকার আপনার আছে, আপনি তা করবেন এবং আমরা সেসব নিয়ে আলোচনা করব। সরকার উত্তর দিতে প্রস্তুত।'রাজ্য বিধানসভায় এদিন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর মন্ত্রিসভার চারজন নতুন মন্ত্রী - ওপি রাজভার, অনিল কুমার, দারা সিং চৌহান এবং সুনীল শর্মা-কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

দল্লির কোচিং সেন্টারের ঘটনায় ধৃত আরও ৫, নিহতদের পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শশীর

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): দিল্লি ওল্ড রাজেন্দ্রনগরের কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে জল ঢুকে তিন পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় আরও পাঁচ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল সাত জন। পুলিশ জানিয়েছে, নতুন করে যে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এক জন গাড়ির চালক। তিনি সে দিন জমা জলের মধ্যে দিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। সেই স্রোতের ধাক্কাতেই কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টের দরজা ভেঙে গিয়েছিল বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান পুলিশের।ডিসিপি সেন্ট্রাল এম হর্ষবর্ধন বলেছেন, 'বেসমেন্টের মালিক এবং একজন ব্যক্তি-সহ আরও পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেসমেন্টে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চালানোর অনুমতি ছিল না। এমসিডি থেকে আমরা কিছু তথ্য চেয়েছি এবং আমরা তাদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখব। আমরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কাছে শান্তি বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করছি।' ডিসিপি বলেছেন, এই ঘটনায় যেই দায়ী থাকুক তাকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমরা ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করছি।এদিকে, সোমবার নিহতদের পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর এবং জেবি মাথার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লির আরএমএল হাসপাতালে যান। শশী বলেছেন, 'এটা লজ্জাজনক ঘটনা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই যুবকদের স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের পরিবারের আশাও চুরমার হয়ে গেছে। এটা দেশের জন্য, তরুণদের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক।'

রাজস্থানের দিদওয়ানায় পুকুরে ডুবে মৃত্যু ৪টি শিশুর, কেরাপ গ্রামে শোকের আবহ

দিদওয়ানা, ২৯ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানের দিদওয়ানায় পুকুরে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ৪টি শিশুর। রবিবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দিদওয়ানার কেরাপ গ্রামে। পুকুরে ডুবে ৪টি শিশুর মৃত্যু প্রসঙ্গে সোমবার সকালে পুলিশ কর্তা দেবীলাল বলেছেন, "আমরা রবিবার রাত ৯.২০ মিনিট নাগাদ কেরাপ গ্রাম (দিদওয়ানায়) থেকে খবর পাই, কিছু মানুষ একটি পুকুরের কাছে চারটি শিশুর চপ্পল খুঁজে পেয়েছে। গ্রামবাসীরা তাঁদের দু"জনকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল, পরে ওই দুই শিশুর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।'পুলিশ আধিকারিক দেবীলাল আরও বলেছেন, 'আমাদের জানানো হয়, আরও দু"টি শিশু এখনও ভিতরে রয়েছে। আমাদের টিম সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এসডিআরএফ টিম এবং সাঁতারুরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সোমবার ভোররাত দু"টো নাগাদ অন্য দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।"

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T-No: 03/EE/Div-II/AMC/2024--25 **Dated:- 25/07/2024**

Sl. No.	D.N.I.e.T. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIeT No: 09/DIV-II/AMC/2024-25	Rs.65,56,782.00	Rs.1,31,136.00	90 (Ninety) days
2	DNIeT No: 10/DIV-II/AMC/2024-25	Rs.7,29,205.00	Rs.14,584.00	60 (sixty) days
3	DNIeT No: 11/DIV-II/AMC/2024-25	Rs.6,56,895.00	Rs.13,138.00	90 (Ninety) days

Last date and time for document downloading / bidding: **08-08-2024 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation
No. 5594-5609/F.217/Div-II/AMC/2007 Dated - 25-07-2024

PNIeT-02/E.E/Div.-IV/AMC/24-25 **DATE: -25/07//2024**
Online single bid percentage rate e tender are invited for the following works:-

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING / BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	**DNIe-T No: 05/DIV-IV/AMC/24- 25.** Tender ID-2024_SAMC_51198_1	Rs.5,82,068/-	Rs.11,641/-	90 (Ninety) Days	16/08/2024 15.00 Hour	16/08/2024 16.00 Hours (If possible)	https://tripuratenders.gov.in	Enlisted Contractor/Appropriated Class
2	**DNIe-T No: 06/DIV-IV/AMC/24- 25.** Tender ID-2024_SAMC_51202_1	Rs.4,64,383/-	Rs.9,288/-	60 (Sixty) Days				
3	**DNIe-T No: 07/DIV-IV/AMC/24- 25.** Tender ID-2024_SAMC_51204_1	Rs.5,71,239/-	Rs.11,425/-	90 (Ninety) Days				
4	**DNIe-T No: 08/DIV-IV/AMC/24- 25.** TenderID-2024_SAMC_51206_1	Rs.4,64,655/-	Rs.9,293/-	60 (Sixty) Days				

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.
NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e- procurement website, by the eligible bidders.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
P. W. Division No-IV.
Agartala Municipal Corporation

The Chief Executive Officer, Belonia Municipal Council, Belonia, South, Tripura invites e-Tender against Press NIeT No - 06/CEO/BMC/BLN/2024-25, Dated- 25-07-2024

SL No	Name of the Work/DNIeT No	Estimated Cost (in Rs)	Earnest Money (in Rs)	Time for Completion
1	DNIeT No: DNIeT No: 31/SE/UDD/EW/2024-25, Dated: 19/07/2024	Rs. 58, 42,499.00	Rs. 1, 16,850.00	270(Two seven zero) days
2	DNIeT No: DNIeT No: 32/SE/UDD/EW/2024-25, Dated: 19/07/2024	Rs. 1, 05,91,797.00	Rs. 2, 11,836.00	365(Three Six five) days

Last date of Bidding is up to 3.00 PM on 14-08-2024 and Date of Opening of bid on16-08-2024. The intending bidders and other bidders can access through visit: https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to ceobeloniamunicipalcouncil@gmail.com.
ICA/C/ 1026/24

Chief Executive Officer
Belonia Municipal Council Belonia,
South Tripura

ব্রাঘ্য দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন ভূপেন্দ্র যাদব, বাঘ রক্ষায় অঙ্গীকারের আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): জুলাই মাসের ২৯ তারিখ, আন্তর্জাতিক ব্রাঘ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হল বাঘের প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা প্রচার করা এবং বাঘ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা ও সমর্থন বাড়ানো। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব দেশবাসীর কাছে বাঘ রক্ষার অঙ্গীকারের আহ্বান জানিয়েছেন।আন্তর্জাতিক ব্রাঘ্য দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বিশ্ব ব্রাঘ্য দিবসের শুভেচ্ছা। বাঘ সংরক্ষণ মানে শুধু প্রজাতি বাঁচানোই নয়। বাঘের সংখ্যা তাদের বসবাসকারী বনের সুস্বাস্থ্যেরও প্রতীক, কারণ এই বন লক্ষ লক্ষ মানুষের জল এবং জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আসুন আমরা আমাদের বাঘ রক্ষা করার অঙ্গীকার করি।'

মুখ্যমন্ত্রীর মাইক বন্ধ ইস্যুতে বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব, ওয়াকআউট বিজেপির

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স.): নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক বন্ধ করা নিয়ে বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব আনলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। সমর্থন জানান তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্র। প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতায় মুখর বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ। এরপর বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা।উল্লেখ্য, গত শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক চলাকালীন বেরিয়ে আসেন তিনি। অভিযোগ করেন, তাঁর বক্তব্যের সময় মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে পিআইবি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনও মমতার অভিযোগকে মান্যতা দেননি।

মনুকে অভিনন্দন মনসুখের, ক্রীড়ামন্ত্রী বললেন খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মনু ভাকের। প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে ভারতকে প্রথম পদক এনে দিয়েছেন তিনি। মাত্র ০.১ পয়েন্টের জন্য রুপোর পদক হাতছাড়া হয়েছে তাঁর। শুটার মনুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, দেশের খেলাধুলাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।সোমবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, 'আমি মনু ভাকেরকে অভিনন্দন জানাতে চাই, যিনি ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছেন এবং ভারতকে খ্যাতি এনে দিয়েছেন। তিনি খেলো ইন্ডিয়া উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যদি দেশকে খেলাধুলায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে আমাদের শিশু ও যুবকদের প্রতিভাকে খুঁজে বার করতে হবে, আমাদের খেলাধুলার জন্য পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। জাতীয় খেলা আয়োজন করতে হবে এবং তবেই দেশ খেলাধুলায় এগিয়ে যাবে। সেই কারণেই খেলো ইন্ডিয়ার জন্য ৯০০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।"

৩ পড়ুয়ার মৃত্যুতে দিল্লিতে বিক্ষোভ জারি শিক্ষার্থীদের, ১৩টি কোচিং সেন্টার সিল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে বৃষ্টির জল ঢুকে তিন আইএএস পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে শিক্ষার্থীরা। সোমবার সকালেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন শিক্ষার্থীরা। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান শিক্ষার্থীরা। এদিকে, ওল্ড রাজেন্দ্রনগরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মধ্যেই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। তিন আইএএস পড়ুয়ার মৃত্যুর পর পদক্ষেপ করেছে পুরসভা। দিল্লির অন্তত ১৩টি কোচিং সেন্টার সিল করে দেওয়া হয়েছে। সব কটি ক্ষেত্রেই বেসমেন্টটিকে বেআইনি ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। কোচিং সেন্টারগুলিকে সিল করে দরজায় নোটিস সেঁটে দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। যে কোচিং সেন্টারে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি পুলিশ আগেই সিল করে দিয়েছিল। সেখানকার মালিক এবং কো-অর্ডিনেটরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একাধিক স্থানে ভূমিধস, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক

উত্তরকাশি, ২৯ জুলাই (হি.স.): বিগত বেশ কিছু দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হয়েই চলেছে উত্তরাখণ্ডে।

বৃষ্টির জেরে ভূমিধসের ঘটনাও ঘটছে।

এবার ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক। একাধিক স্থানে ভূমিধস ও পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে আসার কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক।

সোমবার সকালে উত্তরকাশি পুলিশের পক্ষ থেকে এক্স মাধ্যমে জানানো হয়েছে, 'বিষাণপুর, নেতালা, হেলগুগড় এবং সুঙ্গারের কাছে ভূমিধস এবং ধ্বংসাবশেষের কারণে গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, বিআরও যন্ত্রপাতির সাহায্যে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ চলছে।'

ফের মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনা, ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল গাড়ি

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স.): ফের মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনা। সোমবার সকালে মা উড়ালপুলের ওপর ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় চালক আহত হয়েছেন। সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ ইএম বাইপাস থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে যাওয়ার সময় মা উড়ালপুলের ওপর ডিভাইডারে ধারে মারে গাড়িটি। চালক কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হারালেন, খতিয়ে দেখছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ।পুলিশ জানিয়েছে, সল্টলেকের দিকে আসছিল প্রাইভেট গাড়িটি। ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় গাড়িটি।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছিল গাড়িটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, ডিভাইডারে ধাক্কা মারে গাড়িটি। এরপরই উল্টে যায় গাড়িটি। গাড়িতে চালক ছাড়াও এক যুবক ছিলেন। তারা কেউ-ই গুরুতর আহত হননি। দুর্ঘটনার সময় তাঁরা মাদকাসক্ত ছিলেন কি না, তা পরীক্ষা করে দেখছে পুলিশ।

মোরেনায় কন্টেনার ট্রাক ও ট্র্যাক্টর ট্রলির সংঘর্ষ, মৃত্যু দুই কানওয়ারিব

মোরেনা, ২৯ জুলাই (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মোরেনায় কন্টেনার ট্রাক ও ট্র্যাক্টর ট্রলির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দু"জন। নিহত দু"জন কানওয়ারি। এই দুর্ঘটনায় কন্টেনার ট্রাকের চালক আহত হয়েছেন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মোরেনা জেলার দেওরি গ্রামের কাছে।

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে, বর্ষণ চলবে উত্তরেও

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গের আটটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সোমবার থেকেই বৃষ্টি হতে পারে ওই জেলাগুলিতে। এর পর বুধবার থেকে হতে পারে ভারী বৃষ্টিও। বর্ষণ চলবে উত্তরবঙ্গেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার ভিজতে পারে উত্তর ২৪ পরগনাও। তবে বুধবার থেকে একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বৃষ্টি চলবে বিক্ষিপ্ত ভাবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে কলকাতাতেও। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরেও। এ ছাড়া, সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

মাইকেল ফেলপসের রেকর্ড ভাঙলেন মারশাঁ

প্যারিস, ২৯ জুলাই (হি.স.): অলিম্পিকে সাঁতারের রাজা ফেলপসের রেকর্ড এখন ফ্রান্সের মারশাঁরের দখলে। চলতি প্যারিস অলিম্পিকে তার এক রেকর্ড নিজের করে নিলেন ফ্রান্সের লিওঁ মারশাঁ। গতকাল প্যারিস অলিম্পিকের অ্যাকুয়াটিকস সেন্টারে লিওঁ মারশাঁ নতুন অলিম্পিক রেকর্ড গড়ে ছেলেদের ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলির সোনা জিতেছেন। মারশাঁ ভেঙেছেন ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকের সাঁতার কিংবদন্তি মাইকেল ফেলপসের গড়া রেকর্ড।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ব্রেকফাস্টে পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা দিনের শুরুতে জলখাবারে জেলি দিয়ে পাউরুটি খান কিংবা খালি পেটে মধু দিয়ে রসুন খান। পেট ভরাতে, শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে এমন অনেক খাবার আমরা খেয়ে থাকি। কিন্তু কোন খাবার আমাদের জন্য উপকারী আর কোনটা শরীরের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে, এটা অনেকেই জানি না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েও শরীরে গোলমাল দেখা দিচ্ছে। এটা হল ভুল খাবারের সংমিশ্রণের কারণে ঘটে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হজম ক্ষমতার জন্যও কিছু কিছু খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। আমরা সকলেই সুস্থ জীবনযাপন করতে চাই। এর জন্য কোন খাবারের সংমিশ্রণগুলো এড়িয়ে চললে ভাল, জেনে নিন

জ্যাম ও পাউরুটি- ব্রেকফাস্টে অনেকেই পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের জন্য ভাল নয়। পাউরুটিতে প্রোটিন ও ফ্যাট কম রয়েছে এবং কার্ব বেশি মাত্রায় রয়েছে। অন্যদিকে, জ্যামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিনি রয়েছে যা

আপনাকে এক ঘণ্টার জন্য শক্তি প্রদান করতে পারে। কিন্তু তারপরেই আপনার খিদে পাবে এবং মেটাবলিজম ধীর হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে এটি পেটের সমস্যা তৈরি করবে। চা কিংবা কফির সঙ্গে পালং শাকের পরোটা- পরোটার সঙ্গে চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস বাঙালির বেশ পুরনো। এখন শীতের মরশুমে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে পালং শাকের পরোটাও নিশ্চয়ই রাঁধছেন। কিন্তু তা বলে পালং শাকের পরোটার সঙ্গে চা-কফি পান করবেন না। এতে শরীরে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চায়ের মধ্যে পলিফেনল ও ট্যানিন এবং কফির মধ্যে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরকে আয়রন শোষণে বাধা দেয়। অন্যদিকে পালং শাক আয়রন সমৃদ্ধ। সুতরাং, এই সংমিশ্রণ আপনার শরীরে পুষ্টি ঘাটতি তৈরি করতে পারে।

দুধের সঙ্গে ফল- দুধ ও ফল দুটোই কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার। কিন্তু এই দুটো একসঙ্গে খেলে আর 'স্বাস্থ্যকর' থাকবে না। অনেকেই দুধে বিভিন্ন ফল দিয়ে স্মুদি বানান। এই ভুল একদম নয়। বিশেষত লেবু জাতীয় ফল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল দুধের সঙ্গে খাবেন না। এতে দুধ এবং ফল উভয়েরই পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

পিতার সঙ্গে সোডা- পিতা অর্ডার করার সঙ্গে এক বোতল ঠান্ডা সোডাযুক্ত পানীয়ও অর্ডার করে দেন। এই ভুল আমরা প্রায়শই করে থাকি। কিন্তু এটা আমাদের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পিতার সঙ্গে সোডাযুক্ত পানীয় আমাদের হজম স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এতে হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

হাঁসের মাংসের মালাইকারি

কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। এই জুটি কিন্তু শুধু গা গরম করবে না, সঙ্গে শীতের পেটপুজোয়ে একেবারে মন কেড়ে নেবে। কিন্তু অনেকে মনে করেন বাড়িতে হাঁসের মাংস বানানো বেশ কঠিন। এ ব্যাপারে রেস্তরাঁর শরণাপন্নই হতে হয়। চিন্তা নেই। খুব সহজে বাড়িতেও বানিয়ে ফেলতে পারবেন হাঁসের মাংসের মালাইকারি।

যা যা লাগবে-

হাঁস ২টো, নারকেলের দুধ ৬ কাপ, টক দই ১ কাপ, মিষ্টি দই ১ কাপ, কাঁচা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পিঁয়াজ বাটা আধা কাপ, আদা বাটা ৪ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চা-চামচ, বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ৮ চা-চামচ, মরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরম মশালার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো আধা চা-চামচ, দারুচিনি ৬ টুকরো, এলাচ ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ৪টি, ঘি আধা কাপ, তেল এক কাপ, নুন পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টি, বেরেস্তা আধা কাপ।

তৈরি করুন এভাবে- হাঁস পরিষ্কার করে চামড়াসহ টুকরোগুলো ধুয়ে জল ঝরিয়ে দুধ, হলুদ মেখে এক ঘণ্টা রাখতে হবে। তেল ও ঘি গরম করে তাতে পিঁয়াজ বাদামি রঙে ভেজে সব বাটা মশলা দিয়ে কষিয়ে মাংস দিয়ে কষাতে হবে। নুন, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, দই দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে ৫ কাপ নারকেলের দুধ ও ২ কাপ গরম জল দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে। মাংস সেদ্ধ না হলে আরও জল দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে গেলে এক কাপ নারকেলের দুধ, বেরেস্তা, গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রেখে তেলের ওপর এলে মালাই দিয়ে নামাতে হবে। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়। কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

ওজন কমাতে প্রোটিনের চাহিদা

ওজনকে বশে রাখা সহজ কাজ নয়। একবার ওবেসিটির ধাত চলে এলে, সহজে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। আর সব সময় যে জিম করেই ওজন কমানো যায়, তা কিন্তু নয়। ওজন কমাতে গেলে অনেক কিছুর দিকেই নজর দিতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি হয় খাওয়া-দাওয়া। সঠিক সময়ে খাওয়া থেকে শুরু করে সঠিক পরিমাণে খাবার খাওয়া জরুরি।

আর এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। তাছাড়া একদিনে ওজন কমানো যায় না। অর্থাতআপনি একমাসে ভাজাভুজি খাবার খেলেন না আর জমিয়ে জিম করলেন, এতে খুব বেশি উপকার পাবেন না। ওজন কমানো একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সুতরাং, আপনাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং পুষ্টিবিদের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি মানসিক চাপও কমাতে হবে। কারণ মানসিক চাপের কারণেও অনেক সময় ওজন বেড়ে যায়।

শরীরকে ফিট রাখার জন্য ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন এই তিনটে পুষ্টিই জরুরি। কিন্তু অনেকেই এমন রয়েছেন যাঁরা মাছ, মাংস, ডিম ছুঁয়েও দেখেন না। আবার অনেকের মধ্যে এসব আমিষ খাবার বেশি খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনাকে এমন নিরামিষ খাবার

বেছে নিতে হবে, যা আপনার ওজন কমাবে এবং শরীর পুষ্টির চাহিদা পূরণ করবে। পাশাপাশি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবে। এমন কয়েকটি খাবারের খোঁজ এনেছি আমরা।

পালং শাক- শীতের মরশুমে ওজন কমানোর জন্য পালং শাকের বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন। এক কাপ পালং শাকে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন রয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে ভিটামিন এ, সি, কে, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফাইবার এবং আরও অন্যান্য মিনারেল ও পুষ্টি রয়েছে। পালং শাক শরীরে রোগের ঝুঁকি কমায় এবং ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। শীতে আপনি পালং পনির, পালং শাকের স্যুপ, পালং শাকের চচ্চড়ি ইত্যাদি বানিয়ে খেতে পারেন।

আমন্ড- প্রতিদিন সকালে ৪-৬টি ভেজানো আমন্ড খান। আমন্ডের মধ্যে প্রোটিনের পাশাপাশি অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। এটি স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বক ও মানসিকের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে। যোগব্যায়াম শুরু করার আগেও আপনি আমন্ড খেতে পারেন।

বিভিন্ন প্রকারের ডাল- মুগ, মুসুর, বিউলি, মটর- সব প্রকার ডালে প্রোটিন রয়েছে। ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে এক বাটি ডাল আর এক বাটি সবজির তরকারি আপনার শরীরে দৈনিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে দিতে পারে। পাতে আর মাছ, মাংসের প্রয়োজন হবে না। আর সঠিক পরিমাণে খেলে এতে আপনার ওজনও কমে যাবে।

ছোলা- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় খিদে পেলে স্ন্যাকস হিসেবে চিপস, পকোড়ার মতো ভাজাভুজি খাবার খাচ্ছে। এতে ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস হিসেবে বেছে নিন ছোলা। কাঁচা ছোলার চাট কিংবা ছোলা ভাজাও আপনি খেতে পারেন। অঙ্কুরিত ছোলা স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে উপকারী। এতে পটাশিয়াম, ফাইবার, ফোলেট , ফসফরাস রয়েছে যা ওজন ও মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে।

৭ ঘণ্টা বসে থাকলে ঠিক যা যা ঘটতে পারে

ডিজিটাল যুগে জীবন ব্যস্ত হলেও, দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে অফিসে চেয়ার-টেবিলে বসে। আবার কাজ শেষে ঘরে ফিরলেও বসেই সময় কাটছে কম্পিউটার বা টেলিভিশন আড্ডায়। আর হাতে স্মার্ট ফোন থাকলে গেইমস নিয়ে কিংবা ফেসবুক নিয়ে বসে চলে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা।

এর ফলে মস্তিষ্ক ব্যস্ত থাকলেও শরীর থাকছে কচ্ছপের মতো মন্থর।

আর আধুনিক চিকিতাবিজ্ঞানে বলা হচ্ছে বেশিক্ষণ বসে থাকা ধূমপানের মতোই ক্ষতিকর। এর ফলে অকাল মৃত্যুও হতে পারে।

এই পরিস্থিতির ওপর করা অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘসময় বসে থাকার কারণে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মেয়ো ক্লিনিক-অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি ওবেসিটি সলিউশনস ইনিশিয়েটিভ''য়ের পরিচালক ডা. জেমস লিভিন অলস জীবনযাত্রার ক্ষতিকর দিক নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বলেন, বসে থাকা ধূমপানের চেয়েও ক্ষতিকর। এটি এইচআইভি ভাইরাসে চেয়েও বেশি মৃত্যুর জন্য দায়ি, যা প্যারাশুটের চাইতেও বড় বিশ্বাসঘাতক। গবেষণায় দেখা গেছে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং ডায়বেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, যারা দিনে ১৩ ঘণ্টা বা এর বেশি কিংবা কিছুক্ষণের বিরতির পর এক থেকে দেড় ঘণ্টা একটানা বসে থাকেন তাদের অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায় দ্বিগুণ। অপরদিকে যারা একটানা সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা বসে কাটান তাদের অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি কম।

আমেরিকান জার্নাল অফ এপিডেমিওলজি''তে প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানানো হয়, যারা দিনে ছয় ঘণ্টার বেশি সময় বসে থাকেন তাদের অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা দিনে যারা তিন ঘণ্টা বা তার কম সময় বসে থাকেন তাদের চাইতে বেশি। এই গবেষণার জন্য ৫৩ হাজার ৪৪০ জন পুরুষ এবং ৬৯ হাজার ৭৭৬ জন নারীকে ১৪ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

তাই সুস্থ থাকতে বসে খাবার খান, আর দীর্ঘক্ষণ না বসে কাজের ফাঁকে চেয়ার থেকে দেহটা তুলে নড়াচড়া করুন।

মরশুমি শাক দিয়ে ভেজে নিন পকোড়া

শীত মানেই বাজার জুড়ে পালং শাকের ছড়াছড়ি। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, রোজ পালং শাক খেলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হবে না। পালং শাকের মধ্যে ভিটামিন এ, সি, কে এবং ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়ামের মতো বিভিন্ন মিনারেল রয়েছে। তাছাড়া এই শাক ফাইবার সমৃদ্ধ। সুতরাং, আপনি ডায়াবেটিসের রোগী হোন কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগে থাকুন, যে কেউ পালং শাক খেতে পারেন।

আর শীতের রোগ থেকে মুক্তি দিতেও সক্ষম এই শাক। আবার অনেকেই স্বাদের কারণে পালং শাক খেতে চান না। যদিও এই মরশুমে পালং শাকের চচ্চড়ি থেকে শুরু করে পালং চিকেন, পালং পনির পাত দখল করে থাকে। তবে, পালং শাকের তৈরি খাবার আদতে সুস্বাদু হয়। কিন্তু সব সময় চিকেন, পনির কিংবা পরোটা রাঁধা সম্ভব হয় না। অনেক সময় মুখরোচক খাবার খেতেও ইচ্ছা হয়। সেক্ষেত্রে আপনি বানিয়ে নিতে পারেন পালং শাকের পকোড়া।

ভাজাভুজি খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। বেশি পরিমাণে খেলে এতে ওজন বেড়ে যায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও বেড়ে যেতে পারেন। কিন্তু সীমিত পরিমাণে পালং শাকের পকোড়া খেলে ক্ষতির বদলে আপনার লাভই বেশি। হেঁশেলে থাকা পালং শাক এবং সামান্য কয়েকটি উপকরণ থাকলেই আপনি রেঁধে নিতে পারবেন পালং শাকের পকোড়া। শীতের মরশুমে চা দিয়ে পালং শাকের পকোড়া জমিয়ে দিতে পারে সন্ধ্যের আড্ডা। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে তৈরি করবেন পালং শাকের পকোড়া। পালং শাকের পকোড়া তৈরি করার সহজ প্রয়োজন উপকরণ:

২ বাটি তাজা পালং শাক, ১/২ কাপ পেঁয়াজ কুচি, ৪টে কাঁচা লঙ্কা কুচি, ১/৩ চামচ হলুদ, ১/২ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, ১/৩ চামচ হিং, ২ চা চামচ চালের গুঁড়ো, ১ বাটি বেসন, এক চিমটে খাবার সোডা, নুন স্বাদ অনুযায়ী, পরিমাণ মতো জল এবং ভাজার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সর্ষের তেল।

পালং শাকের পকোড়া তৈরি করার সহজ পদ্ধতি:

তাজা পালং শাক নেবেন। শাক পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন এবং কুচি কুচি করে কেটে নিন। এবার পালং শাকের সঙ্গে একে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, হিং, চালের আটা, বেসন, খাবার সোডা মিশিয়ে দিন। পরিমাণ মতো নুন দেবেন। এবার মিশ্রণটি ঘন করার জন্য পরিমাণ মতো জল দেবেন। জল দেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন, যাতে পকোড়ার মিশ্রণ পাতলা না হয়ে যায়। আবার খুব ঘনও না হয়।

এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল গরম করুন। যেহেতু পকোড়া ডুবো তেলে ভাজতে হবে। সুতরাং, সেই অনুযায়ী তেল নেবেন। তেল গরম করে তাতে অল্প অল্প করে পালং শাকের মিশ্রণ দিয়ে পকোড়া বানিয়ে নিন। কড়া করে ভেজে নিন। তেল ছেঁকে পকোড়াগুলো টিস্যু পেপারের উপর রাখুন। এতে পকোড়ার অতিরিক্ত তেল কাগজ শুষে নেবেন। টমেটো সস কিংবা পুদিনার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন পালং শাকের পকোড়া। বিকালে চায়ের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন পালং শাকের পকোড়া।

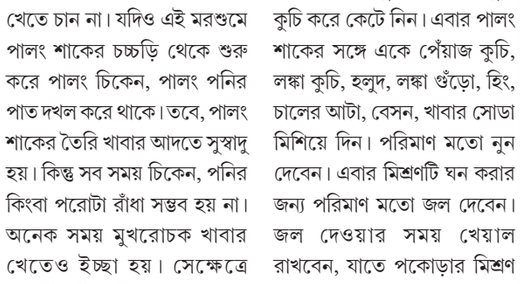

শরীরের যাবতীয় টক্সিন এক ঝটকায় টেনে বের করে দেবে এই ৪ পানীয়

সুস্থ থাকতে যেমন শরীরের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি প্রয়োজন সেই সঙ্গে ভিটামিন, খনিজ এসবও নিয়ম মাফিক খেতে হবে। এবার বেশি তেলমশলাদার খাবার খেলে চাপ বাড়ে অন্ত্রের উপর। এই সব খাবার থেকে শরীর যেমন সঠিক পরিমাণে পুষ্টি পায় না তেমনই শরীরের ডিটক্সিফিকেশনও ঠিকমতো হয় না। অর্থাতযাবতীয় দূষিত পদার্থ শরীরেই জমতে থাকে।

উল্টোদিকে কোনও শারীরিক সমস্যা থাকলে সেই প্রভাবও পড়ে এই -ডিটক্সিফিকেশনের উপর। কিডনি, ফুসফুস, লিভারের সমস্যা হলে কিংবা মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হলে তখন চাপ পড়ে ডিটক্সিফিকেশনে। শরীর থেকে যদি সময় মতো বর্জ্য বের না হয় তাহলে চাপ পড়ে শরীরের উপরই। কোলেস্টেরল বাড়ে, হরমোনাল সমস্যা হয়, ঠিক মতো খিদে হয় না, হজমের সমস্যা হয় এবং সঙ্গে ব্রণর সমস্যা তো থাকেই। একই সঙ্গে ডিটক্সিফিকেশন ঠিকভাবে না হলে ঘুম কম হয়। শরীরে ফ্যাটও জমতে থাকে। আর তাই পুষ্টিবিদ দিচ্ছেন বিশেষ পরামর্শ। বাড়িতেই বানিয়ে নিন এই সব ডিটক্স ওয়াটার। এতে শরীরের ডিটক্সিফিকেশন খুব ভাল হয়।

ধনের জল

ইউরিন যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে সেখান থেকেও একাধিক সমস্যা আসতে পারে। আর তাই রোজ সকালে ধনে ভেজানো জল খান। এতে শরীরে ইনসুলিনের উতাদন ঠিক থাকে। একই সঙ্গে লিভার সুস্থ থাকে। যা বিপাকে সাহায্য করে। যদি মূত্রবর্ধক কোনও ওষুধ খান তাহলে ধনের জল খাওয়া একেবারেই চলবে না।

এক চামচ ধনে এক গ্লাস মাপের জলে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে তা ছেঁকে খেতে পারেন। এছাড়াও ধনে বীজ জলে ফেলে সিদ্ধ করে ছেঁকে খান। রোজ খালি পেটে খেলে উপকার পাবেন।

আপেল-দারুচিনির জল

আপেল আর দারুচিনি মেটাবলিজম বাড়াতে খুব ভাল কাজ করে। আপেলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে ফ্ল্যাভিনয়েডের খুব ভাল উত হল দারুচিনি। নিয়মিত ভাবে এই দারুচিনির জল খেলে রক্তশর্করা থাকে নিয়ন্ত্রণে। পাশাপাশি হৃদরোগ ঠেকাতেও খুব ভাল কাজ করে এই ডিটক্স ওয়াটার। এক বোতল জলে আপেলের স্লাইস আর দারুচিনির টুকরো ফেলে রেখে দিন। ৬ ঘণ্টা ভিজে গেলে তারপর খান।

লেবু-শসার জল

শসা, পুদিনা, আদা, লেবু মিশিয়ে জলে গুলে নিন। এই সব উপাদানই প্রাকৃতিক ভাবে ডিটক্সিফিকেশনের কাজ করে। পুদিনা হজমের জন্য খুবই ভাল। আদা শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। আর লেবু পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। শসার মধ্যে ৯৬ জল থাকে। যা শরীরকে হাইড্রেট রাখতে সাহায্য করে। একটা কাঁচের বোতলের মধ্যে শসার স্লাইস, লেবুর স্লাইস, আদা কুচি আর পুদিনা পাতা দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন ৪ ঘন্টা। এরপর তা ছেঁকে খেয়ে নিলেই কাজ হবে।

বিউলির ডালের তড়কা

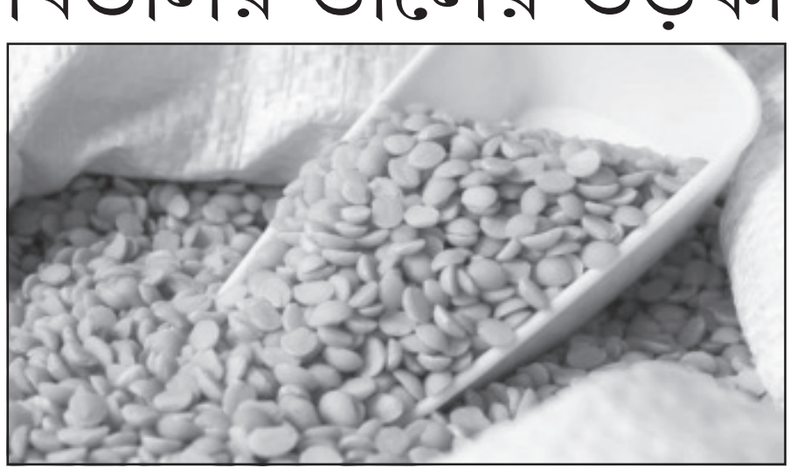

রুটির সঙ্গে গরম তড়কা যেন অমৃত। সঙ্গে একটু মাখন আর ডিম পড়লে তো কথাই নেই। বিভিন্ন ডালের সংমিশ্রণেই বানানো হয় তড়কা। ভা,তের সঙ্গে সামান্য ডাল হলেই চলে যায় বাঙালির। তেমনই দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই ভাত বা রুটির সঙ্গে ডাল খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। দভিণে যেমন সাম্বার ছাড়া চলে না তেমনই উত্তরে রাজমা।

আবার পাঞ্জাবিরা ডাল, রুটি খেয়েই বেঁচে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুগ সূপে ইক্ষুরস, মসুরি মিশ্রিত মাস এসবেরই উল্লেখ রয়েছে। সেখান থেকেই আসে তড়কার ডালের ধারণা। বিভিন্ন জায়গায় ডাল এক একভাবে রান্না করা হয়। সব জায়গায় ডালে আবার ভিন্ন ফোড়নও ব্যবহার করা হয়। মুগ, ছোলা, অড়হড়, রাজমা এসব একসঙ্গে মিশিয়ে তড়কার ডাল বানানো হয়। তবে ছোলার ডাল দিয়ে বানিয়েছেন কি? ছোলার ডাল ভালো করে বেছে ধুয়ে নিন। এরপরে ডালে জল, নুন, হলুদ গুঁড়ো, আদা কুচি দিয়ে সেদ্ধ করুন। ডাল নরম হয়ে আসলে চিনি আর নারকেল ভাজা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ রান্না করুন। অন্য একটি পাত্রে তেল গরম করে নিন। তারপর এতে গোটা সরষে, শুকনো লঙ্কা, কারিপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। এবারে এর মধ্যে ছোলার ডাল দিন। ফুটে উঠলে গ্যাস বন্ধ করে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে। রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে খেতে খুব ভাল লাগে এই ছোলার ডালের তড়কা। পরিবেশনের আগে বাদাম ভেজে ছড়িয়ে দিলেও দারুণ লাগে খেতে। নিরামিষ দিনে বানিয়ে নিন এই স্পেশ্যাল তড়কা।

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে কলা খাওয়া উচিত নয়

একটি ভালো দিনের শুরুর জন্য সকালের খাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।এই বিশেষ সময়ে পেট ভরে খেতে হয় পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায়, সকালে খুবই কম খাওয়া হয়।তবে সে ক্ষেত্রে কোলা খেতে পারেন।কারণ কলা নিঃসন্দেহে খুবই স্বাস্থ্যকর একটি খাবার। কলা হৃদরোগ দূরে রাখে, ক্লান্তি দূর করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, ডিপ্রেশন, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুক জ্বালাপোড়া কমায় ও শরীর ঠাণ্ডা করে।

এতে আয়রন বেশি থাকার কারণে তা অ্যানিমিয়ার রোগীদের জন্য উপকারী। পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও

ফাইবার থাকে এতে, ফলে অনেকটা সময় ক্ষুধা কম থাকে। প্রতিদিনই খাওয়া উচিত কলা। কিন্তু তা খালি পেটে খাওয়া আসলে ঠিক নয়। কারণগুলো হলো-

১। কলায় প্রচুর চিনি থাকে, যা কয়েক ঘণ্টা পর আপনার ক্লান্তির কারণ হতে পারে

২। কলা খাওয়ার পর আপনার ঘুম ঘুম পেতে পারে

৩। কলা খাওয়ার পর এসিডিটির সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে খালি পেটে খেলে আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, সকালে খালি পেটে কলা ও অন্যান্য ফল খাওয়া উচিত নয়। আর বর্তমানে আমরা যেসব ফল খাই তার বেশিরভাগেই রাসায়নিক উপস্থিত। তাই এগুলো সকাল সকাল খাওয়া যাবে না

কোটা আন্দোলনে সহিংসতায় নিহতদের স্মরণে আজ বাংলাদেশে শোক

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৯।। কোটা আন্দোলনকে ঘিরে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে আজ মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) দেশব্যাপী শোক পালন করা হবে। এদিন কালো ব্যাজ ধারণ এবং মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হবে। এ ছাড়া মন্দির-গির্জা-প্যাগোডায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিকেলে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আজকের বৈঠকে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, আজকের বৈঠকে কোটা আন্দোলন নিয়ে যে পরিস্থিতি হয়েছিল, সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। পরে এ নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ভিত্তিতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং আগামীকাল দেশব্যাপী শোক পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত রোববার এ ঘটনায় ১৪৭ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছিলেন। তারপর আরও তিনজনের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এ ঘটনায় নিহতের সংখ্যা এখন ১৫০। কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলন শুরু হয় ১ জুলাই। ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ঘিরে সংঘর্ষের পর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সারাদেশে। এর পরদিন থেকে এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় হামলা, সংঘর্ষ, সহিংসতা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও হতাহতের ঘটনা ঘটে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক মানুষ মারা গেছেন। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জমান খান কামাল রবিবার জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সহিংসতায় এখন পর্যন্ত ১৪৭ জনের মৃত্যুর তথ্য তারা পেয়েছেন।

কালবুর্গীতে বাস-বাইকে সংঘর্ষ, হত দুই, আহত এক

কালবুর্গী, ২৯ জুলাই (হি.স.): কর্ণাটকের কালবুর্গীতে সোমবার সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, বাসের সঙ্গে মোটরবাইকের ধাক্কায় মৃত দুই, আহত এক। জানা গেছে, একটি সরকারি বাসের সঙ্গে একটি মোটরবাইকের সংঘর্ষ হয়। বাসের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মোটরবাইকটি। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুজনের। গুরুতর জখম হয়েছেন একজন। হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি তিনি।

জানা গেছে, সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের কালবুর্গী এলাকার নান্দিকুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। তাঁরাই অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র দিয়ে মোটরসাইকেলটির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

ভাতাবৃদ্ধি সত্ত্বেও যাদবপুরে ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেন মিলছে না

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসের জন্য শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক বা ওয়ার্ডেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই দায়িত্বের জন্য তাঁদের ভাতা ২,৫০০ টাকা থেকে ৬,০০০ টাকা করা হলেও অধ্যাপকরা এই দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন।

র‍্যাগিং রোধের লক্ষ্যে মে মাসে হোস্টেল সুপার ছাড়াও শিক্ষকদের হোস্টেলের ওয়ার্ডেন হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ছাত্রাবাসে শিক্ষক ওয়ার্ডেন হওয়ার জন্য ক্যাম্পাস থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোয়ার্টারে বা দুই কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী শিক্ষকদের কাছে আমন্ত্রণ জানায় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শিক্ষকরা হোস্টেলে ওয়ার্ডেন হতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন।

একজন শিক্ষক জানান, "কর্তৃপক্ষ র‍্যাগিংয়ের আগের ঘটনাগুলিতে কোনও ব্যবস্থা নেননি। এটা হতাশাজনক দৃষ্টান্ত। আমরা তাই এই দায়িত্ব নিতে চাই না কারণ। কোনও শাস্তি না দিলে শৃঙ্খলা বাস্তবায়ন করা যায় না।"

দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করা অন্য এক শিক্ষক, বলেন, 'গত আগস্টে প্রধান ছাত্রাবাসে নবাগত পড়ুয়ার মৃত্যুর বিষয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্যানেলের রিপোর্ট পড়লে পরিষ্কার হবেকেন আমরা এই অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছি।'

সম্প্রতি ছাত্রাবাসে 'মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগে' এক পড়ুয়াকে অভিযুক্ত করা হয়।

দিল্লিতে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় দায় কার, সংসদে প্রশ্ন অখিলেশের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : দিল্লির রাজেন্দ্র নগরে কোচিং সেন্টারে তিন পড়ুয়ার জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে আমজনতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহল। সোমবার লোকসভা অধিবেশন শুরু হতেই উঠলো সেই কোচিং সেন্টারে পড়ুয়া মৃত্যুর প্রসঙ্গ। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব বলেন, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যারা এই ভবন তৈরির নকশা করেছিল এবং যারা তাতে ছাড়পত্র দিয়েছিল এই দুর্ঘটনার দায় তাদের। তিনি এও জানতে চান, যারা এমন কান্ড ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা উত্তর প্রদেশে দেখছি যে অবৈধ ভবনগুলো বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, এই (দিল্লির) সরকার কি এখানে বুলডোজার চালাবে?

উল্লেখ্য, দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের কোচিং সেন্টারে শনিবার ৩ পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভ জারি রয়েছে সোমবারও। কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে কেন লাইব্রেরি রাখা হয়েছে, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। দিল্লিতে, ভারী বৃষ্টির কারণে রাজেন্দ্রনগরের একটি কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে জমা জলে আটকে পড়ে ৩ পড়ুয়ার মৃত্যু হয় শনিবার। টানা বৃষ্টির জেরে রাস্তা উপচে জল দিল্লির ওই কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে ঢুকতে শুরু করে। বেসমেন্টের ভিতর থেকে বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কিন্তু মৃত্যু হয় ৩ পড়ুয়ার। এ ব্যাপারে পড়ুয়ারা কর্তৃপক্ষর গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, দিল্লির নিকাশি সমস্যার কথা তো সংস্থার অজানা নয়। তা হলে বেছে বেছে বেসমেন্টে কেন লাইব্রেরি করা হল? আর যদি বা তৈরি করা হল, তাহলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি কেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা।

জাভেদ আখতারের এক্স অ্যাকাউন্ট 'হ্যাক', পোস্ট অলিম্পিক প্রসঙ্গে

মুম্বই, ২৯ জুলাই (হি.স.): প্রায়ই বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার বিষয়ে শোনা যায়। এবার তার শিকার হলেন প্রসিদ্ধ শিল্পী জাভেদ আখতার। জানা গেছে, সম্প্রতি জাভেদ আখতারের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যাক করা হয়েছিল এবং অলিম্পিক সম্পর্কে পোস্ট করা হয়েছিল। যদিও তিনি তা করেননি বলেই দাবি আখতারের।

উল্লেখ্য, অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের নিয়ে আখতারের এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট করা হয়েছিল। এতে আপত্তিকর কিছু না থাকলেও পোস্টটি জাভেদ আখতার নিজে করেননি বলে জানান। ফলে মুহূর্তে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। জাভেদ আখতার বলেন, এই কাজটি হ্যাকাররা করেছে। জানা গেছে, সেই পোস্টটি জাভেদ আখতার ইতিমধ্যেই মুছে দিয়েছেন এবং এক্স-কে এই বিষয়ে জানিয়েছেন। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই বিষয়ে অনুগামীদের জানিয়েছেন তিনি। জাভেদ আখতারের অনুগামীরা তাঁকে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

নিহত বনরক্ষী অমলেন্দু হালদারের নামে খাড়ির নামকরণ

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স.) : বাংলাদেশী জলদস্যুদের হাতে বনে নিহত বনরক্ষী অমলেন্দু হালদারের নামে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের (এসটিআর) ভিতরে একটি খাড়ির নামকরণ করছে রাজ্য বন বিভাগ। সোমবার আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে এক অনারম্বর আয়োজনে এই নামকরণের ব্যবস্থা হরেছে। গত ১৮ মে মারা যান অমলেন্দু হালদার।

সূত্রের খবর, স্থানীয়ভাবে মোরাবানি-১ নামে পরিচিত এই খালটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হচ্ছে 'অমলেন্দু খাল'। রাইদিঘির ৫৯ বছর বয়সী বাসিন্দা নেতিধোপানি শিবিরে মোতায়েন ছিলেন। তাঁকে কমপক্ষে ৮-১০ জন জলদস্যু কুপিয়ে হত্যা করে। তাঁর সাথে থাকা আরও তিনজন বনকর্মী টাইগার রিজার্ভ এলাকার ভিতরে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যান।

এ পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হালদারের মাথায় ক্ষতসহ তাঁর লাশ পাওয়া যায় মোরাবনি খালে। সুন্দরবনের বিভিন্ন রেঞ্জের ড্রোন এবং দল নিয়ে ১৯ মে বিশাল চিরুনি অভিযান শুরু করা হয়। তিন দিন পর তিন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়।

বন দফতরের এক আধিকারিক জানান, এর আগে, তিন ব্যারেল মধু-সহ একটি নৌকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে জলদস্যুরা অবৈধভাবে মধু সংগ্রহ করতে ভারতীয় সুন্দরবনে ঢুকেছিল। ২৪ মে আরও দুই জলদস্যু বনকর্মীদের সামনে আত্মসমর্পণ করে। বিএসএফ, দক্ষিণবঙ্গও অভিযানে বন বিভাগকে সহায়তা করেছিল।

কলকাতায় চালু হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া ভিসা আবেদন কেন্দ্র

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স.) : কলকাতায় চালু হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া ভিসা আবেদন কেন্দ্র। আগের আবেদন কেন্দ্রটির চেয়ে এটি আয়তনে দ্বিগুণ এবং এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক ভিসা আবেদনের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে।কনস্যুলেটে ভিসা কর্মকর্তা ও কর্মীরা পরিকাঠামোর এই উন্নতিতে দ্রুত ভিসা আবেদনকারীদের ইন্টারভিউ স্লটের দিকে নিয়ে যেতে পারবে।

মার্কিন কনসাল জেনারেল মেলিন্ডা পাভেক রবিবার কলকাতায় স্থানান্তরিত ভিসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দুই জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ তুং ফং এবং মোকাম্বোর বিপরীতে পাতাকা হাউসে অবস্থিত। শেক্সপিয়র সরণির জেসমিন টাওয়ারে আগের আবেদন কেন্দ্রটির কাজ শনিবার সন্ধ্যায় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই নতুন কেন্দ্র ভিসার আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ এবং গ্রাহককেন্দ্রিক করে তুলবে। পাশাপাশি বিভিন্ন পরিষেবাও দেবে। গ্রাহকদের প্রক্রিয়াকরণের সময়কে দ্রুততর করার জন্য প্রায় দ্বিগুণ ইনটেক উইন্ডোজ থাকছে এখানে। প্রসেসিং উইন্ডোগুলিতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমানদের বিশ্রামাগার এবং হুইলচেয়ার থাকছে নয়া কেন্দ্রে।

আবেদনকারীদের সহায়তা করার জন্য ইংরেজি এবং বাংলায় দ্বিভাষিক চিহ্ন সহ নির্দেশিকা রয়েছে কেন্দ্রটিতে। সহায়ক হিসাবে থাকছেন নিবেদিত কর্মীও। কনসাল জেনারেল জানান, "মার্কিন সরকার তার পরিষেবাগুলিকে ক্রমাগত উন্নত করতে এবং ভিসা আবেদনকারীদের জন্য একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন স্থানান্তরিত কেন্দ্রটি এই প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ এবং কনস্যুলেটের বিভিন্ন পরিষেবায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন," পাভেক বলেছেন।

ভারত-মার্কিন সম্পর্কের গুরুত্বের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বছর আমরা আশা করছি ভারত থেকে ১৮ লক্ষেরও বেশি ভ্রমণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। আমাদের দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পাবে। আমরা প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং মহাকাশ অনুসন্ধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাতে সহযোগিতার অপার সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিই। ভিসা প্রক্রিয়ার সংস্কার এবং সুবিধা এ ব্যাপারে দক্ষতা এবং স্বচ্ছতাকে অগ্রাধিকার দেবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মান উন্নত করবে। ক্ষমতা দেবে ভারতীয় এবং আমেরিকানদের নতুন উদ্যোগ এবং অংশীদারিত্ব অন্বেষণ করার।

ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট থেকে পাওয়া জামিন বহাল হেমন্তের, সুপ্রিম কোর্টে ইডি-র আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর। ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট থেকে পাওয়া জামিন বহাল থাকল হেমন্ত সোরেনের। জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ তছরুপ মামলায় জুন মাসে হেমন্ত সোরেনকে জামিন দিয়েছিল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় ইডি। কিন্তু, সোমবার ইডি-র আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতি বি আর গাভাই এবং কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ২৮ জুনের রায় সম্পর্কে বলেছে, হেমন্ত সোরেনকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া 'খুবই যুক্তিযুক্ত' রায় ছিল, তাই সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলো না। উল্লেখ্য, জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে সম্পর্কিত মানি লন্ডারিং মামলায় ৩১ জানুয়ারি হেমন্তকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। হেমন্ত সোরেন অবশ্য নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

কোচিং সেন্টারে দুর্ঘটনার জের, দিল্লিতে ভেঙে ফেলা হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : দিল্লির ওল্ড রাজেন্দ্রনগরে আইএএস কোচিং সেন্টারে দুর্ঘটনার পরই বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে তৎপর হল দিল্লি প্রশাসন। বেআইনি নির্মাণগুলি চিহ্নিত করে সোমবার সকাল থেকেই বুলডোজার চালিয়ে সেই নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করে দিল্লি পুরনিগম। সূত্রের খবর, এই নির্মাণগুলি ভাঙার আগে দিল্লি পুলিশের অনুমতিও চাওয়া হয়। পুলিশ অনুমতি দেওয়ার পরই বেশ কয়েকটি বুলডোজার নিয়ে রাজেন্দ্রনগরে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করেছেন পুরনিগমের আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনীও ইতিমধ্যেই পুরনিগম কমিশনার অশ্বিনী কুমার এক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করেছেন। কোচিং সেন্টারের ঘটনার পর এই প্রথম দফতরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল পুরনিগম। বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমার নেপথ্যে পুরনিগমের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন স্থানীয় মানুষজন এবং পড়ুয়ারা। কোচিং সেন্টারের ঘটনার জন্য পুরনিগমের বিরুদ্ধে একাংশের অভিযোগ ওঠার পরই দুই ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিএনপি-জামায়াতের জঙ্গিরা আমাদের ওপর থাবা দিয়েছে: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৯।। কোটা সংস্কার আন্দোলন কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে জঙ্গিবাদী কাজ হিসেবে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জামায়াত-শিবির, বিএনপির জঙ্গিরা আজ আমাদের ওপর থাবা দিয়েছে।সোমবার (২৯ জুলাই) বিকেলে গণভবনে ১৪ দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এসময় শেখ হাসিনা বলেন, এখানে ওই শিবির, ছাত্রদল, বিএনপি-জামায়াত তারাই কিন্তু, এবং জঙ্গি তারা। এই জঙ্গিরাই কিন্তু আজ আমাদের ওপর থাবা দিয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, আসলে এটা কোনো রাজনৈতিক কিছু না। এটা সম্পূর্ণ জঙ্গিবাদী কাজ। একেবারে জঙ্গিবাদী কাজ। কোটা সংস্কারের দাবি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, তাদের উদ্দেশ্যটা এখন বোঝা যাচ্ছে যে কোটা কোনো ইস্যু না। একে একে যে কয়টা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সেবা দেয়, যে কয়টা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নত করে, সেটাই ধ্বংস করা। অর্থাৎ বাংলাদেশটাকেই যেন ধ্বংস করে ফেলা।বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের নাম শুনলে সবাই সমীহ করে মন্তব্য করে টানা চার বারের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ বাংলাদেশে উন্নয়ন হয়েছে, উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী একটা মর্যাদার আসন পেয়ে গেছে। বাংলাদেশের নাম শুনলে সবাই সমীহ করে চলে। সবাই সম্মানের চোখে দেখে। একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশকে আমরা তুলে আনতে সক্ষম হয়েছি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে, অবকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে।

শিক্ষা মন্ত্রক অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগম ২০২৪: জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর চতুর্থ বার্ষিকী উদযাপন

নয়াদিল্লী, ২৯ জুলাই ২০২৪: শিক্ষা মন্ত্রক আজ নয়াদিল্লির মানেকশ কেন্দ্র অডিটোরিয়ামে অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগম ২০২৪-এর সাথে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ বাস্তবায়নের চতুর্থ বার্ষিকী উদযাপন করেছে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের রাজ্যের মন্ত্রী (স্বাধীন দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত), শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, শ্রী কে. সঞ্জয় মূর্তি, উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব; শ্রী সঞ্জয় কুমার, সচিব, স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন; এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা।

মন্ত্রীরা শিক্ষা মন্ত্রকের নয়া শিক্ষানীতি ২০২০ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ চালু করেছেন, যেমন একটি উৎসর্গীকৃত টিভি চ্যানেল, একটি তামিল চ্যানেল বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা শেখার সুবিধার্থে; প্রথম থেকেই তৈরি করা ৫৪ টির অনুসরণে ২৫ টি ভারতীয় ভাষায় প্রাথমিক ক্লাস শুরু করার জন্য; স্কুলে পড়াশুনাকে মজাদার, চাপমুক্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত করতে ব্যাগমুক্ত ১০ দিনের নির্দেশিকা; ক্যারিয়ার মার্কদর্শনে নির্দেশিকা, ৫০০ টিরও বেশি ই-জব কার্ডের একটি বিশাল লাইব্রেরি; ব্রেইল এবং অডিও বইয়ের মধ্যে রয়েছে এন এম এম (ন্যাশনাল গাইডেন্স মিশন) এবং ন্যাশনাল প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফর টিচার্স (ঙ্কঞ্চষ্ট); এআইসিটিই , নীতি আয়োগ এবং ঙ্কজ্ঞধন্ডদ্বারা স্কুল ইনোভেশন ম্যারাথন; এবং স্নাতকের বৈশিষ্ট্য এবং পেশাদার দক্ষতার উপর একটি বই। তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা (জ্জঙ্কছ) প্রচারের লক্ষ্যে চারটি বই এবং বক্তৃতার লেখাও উন্মোচন করেন।

শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তাঁর বার্তায় বলেছিলেন যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর চার বছরের যাত্রা, নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরমূলক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষার পট পরিবর্তন, দেশের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ ব্যবহার, জনসংখ্যার ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করার জন্য আশার প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়েছে, তিনি আরও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাস্তবায়ন শিক্ষাকে আরও প্রাণবন্ত করেছে এবং দেশের শিক্ষাকে আরও ভবিষ্যত, মূল, বৈশ্বিক এবং ফলাফলমুখী করে তোলার জন্য নির্দেশিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তিনি দেশকে ২১ শতকের জ্ঞান অর্থনীতিতে পরিণত করার জন্য অক্ষরে ও চেতনায় জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

তিনি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের ছাত্রদের "পঞ্চ প্রাণ"-এর সঙ্গীত পরিবেশনেরও প্রশংসা করেন, যা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী শিক্ষকদের অপরিসীম প্রভাব এবং তাদের শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনে তাদের মূল্যবোধ ও অবদান তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, দেশের শাসন সত্যিই শিক্ষকদের হাতে। তিনি আরো বলেন, কৃষক, বিজ্ঞানী এবং শিক্ষক সমাজের তিনটি স্তম্ভ যারা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে। শ্রী চৌধুরী আরও উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে, শিক্ষা বাস্তুতন্ত্রের সুপারিশ অনুসরণ করে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর আকারে অগ্রগামী নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। পুরানো ব্যবস্থার উত্তরাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, এটি শিক্ষাগত ভূখণ্ডে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং ২১ শতকের চাহিদার সাথে এটিকে সংযুক্ত করেছে, তিনি যোগ করেছেন।

শ্রী চৌধুরী রাজ্যগুলির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন তারা গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তিনি তাদের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং কৌশল নিয়ে এই যাত্রায় অংশীদার হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন যা ছাত্র, শিক্ষক, প্রশাসক এবং আরও অনেক কিছু জড়িত সমগ্র শিক্ষা বাস্তুতন্ত্রকে উপকৃত করবে। তিনি শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলির উপর জোর দেওয়ার জন্য এবং কীভাবে সেগুলি প্রশমিত করা যায়। শ্রী চৌধুরী যোগ করেছেন, প্রগতিশীল, দূরদর্শী এবং বিস্তৃত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০- এর সুবিধা কেবলমাত্র এর সম্মিলিত বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। শ্রী চৌধুরী বিশেষভাবে এপিএএআর-এর উপস্থাপনাটি উল্লেখ করেছেন, যাকে তিনি কেবল ইতিবাচক বিষয়গুলিই নয় বরং চ্যালেঞ্জগুলিও তুলে ধরার জন্য ব্যবহারিক বলে অভিহিত করেছেন।

ডক্টর সুকান্ত মজুমদার তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর দূরদর্শীতা এবং প্রগতিশীল ধারণার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-কে গঠন করেছে যা শিক্ষার আদর্শকে ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য একটি রূপান্তরমূলক যাত্রা হিসাবে গ্রহণ করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর মধ্যে রয়েছে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সংমিশ্রণ এবং রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে মূল্যবোধ শিক্ষার সংহতকরণ, ডঃ মজুমদার বলেন। তিনি আরও বলেন যে অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগম, 'বিকাশ বি বিরসাত ভি' এর সারমর্মকে মূর্ত করে, শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রতিটি কোণ থেকে অংশীদারিত্বদের দ্বারা পরিচালিত একটি অনন্য অংশগ্রহণমূলক সংলাপের প্রতিনিধিত্ব করে। ডঃ মজুমদার গত তিন বছর ধরে সফলভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর সংস্কারমূলক বিষয়সূচীকে প্রশংসা করে, শ্রী কে. সঞ্জয় মূর্তি ঙ্ঞ্চজ্জ্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্কুল এবং উচ্চ শিক্ষার নির্বিঘ্ন একীকরণের উপর আলোকপাত করেছেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন উপস্থাপন করে শ্রী সঞ্জয় কুমার জানান যে কীভাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-কে আমূল পরিবর্তনের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং নীতির সুপারিশ তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সারা দেশে স্কুলে পালিত সপ্তাহব্যাপী প্রচারাভিযান "শিক্ষা সপ্তাহ" সম্পর্কেও জানান। শিক্ষা মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রী গোবিন্দ জয়সওয়াল, এপার আইডির প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দক্ষতা সহ সমস্ত ধরণের শিক্ষার ঋণ সঞ্চয় এবং বিরামহীন নগদীকরণের উপর একটি উপস্থাপনা দিয়েছেন।

অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগম (ঙ্কছছ) ২০২৪ স্কুল এবং উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর বিভিন্ন থিম এবং উদ্যোগের উপর ছয়টি বিষয়ভিত্তিক সেশন প্রত্যক্ষ করেছে। এইগুলো:

হ) শিক্ষা কারিকুলাম, চাকরির সম্ভাবনা, শিল্প-একাডেমিয়া সহযোগিতায় স্থায়িত্বের গুরুত্ব

হ) প্রধানমন্ত্রী শ্রী (স্কুল শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন) বিদ্যাশক্তির মাধ্যমে ছঙ্কঞ্চ প্রচার এবং ওক্কট্ট বৃদ্ধিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

হ) সমস্ত স্কুল বোর্ডে পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়নের অভিন্নতা। (হন্ত) গুণমান বৃদ্ধিতে র‍্যাঙ্কিং এবং স্বীকৃতির ভূমিকা।

(ন্ত) ঙ্কঞ্চ-চছ এবং ঙ্কঞ্চ-ছক্ক-এর মূল বৈশিষ্ট্য এবং বাস্তবায়নের পরিকল্পনা

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষা সচিব, সমগ্র শিক্ষার রাজ্য প্রকল্প পরিচালক, ছঙ্কক্কট্ট পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার রাজ্য পরিচালক, চেয়ারপার্সন, ঙ্কঙ্কছক্কসহ রাজ্য স্কুল বোর্ড, ঈদ্রছক্কজ্র-এর স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রধান, ঙ্কঙ্কছক্ক-এর আঞ্চলিক আধিকারিকরা, জ্ঞঝছ, ঙ্কঝছ, ঈজ্জক্কম এবং স্কুলগুলির অধ্যক্ষ, জ্ঞঝ, জ্ঞাঙ্কঝ, ঙ্কঙ্কছক্ক স্কুলের ছাত্র, ভিসি/পরিচালক/ছক্কজ্জ-এর প্রধান - ঙ্কচজ্জম থেকে ৮০ এবং রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১০০ জন, টুডডছঙ-এর রাজ্য প্রকল্প পরিচালক, ঈদ্রছক্কজ্র, ঈদ্রছক্ক, থছছঈক্ক, ডডওঙ্ক-এর আধিকারিকরা, জ্জঙ্কক্ক, ঙ্কক্কচ, ঙ্কঙ্কবক্ক, ঙ্কজ্জকঞ্চঙ, জ্জঙ্কছছট্ট, জ্জঙ্কছট্ট, অন্যান্য মন্ত্রকের আধিকারিক, ঙ্কছঙ্গ-এর প্রধান, ব্রেকওয়ে সেশনের প্যানেলিস্ট ইত্যাদি।

ঢাকাসহ গোটা বাংলাদেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার বিজিবির

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৯।। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও) শরিফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সোমবার(২৯ জুলাই) দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় এই বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মিরপুর-১০ নম্বরে বিক্ষোভ মিছিল বের করতে গেলে বাধা দেয় পুলিশ। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন কৌশলগত পয়েন্টে বিজিবি, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

ডাকদু সাব-জোন্যাল অফিসের নতুন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

খুমুলুঙ।। আজ ২৯ জুলাই ডাকদু তাইসা সাব-জোন্যাল অফিস গৃহের ফিতা কেটে দ্বারোদঘাটন করেন এমডিসি তথা এডিসির প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা। সন্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডিসির মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে মন্ত্রী বিশুকেতু দেববর্মা, শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রুনেইল দেববর্মা, বিধায়ীকা সপ্পা দেববর্মা, প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ্বর দেববর্মা, ডাকদু তাঁইসা সাব-জোন্যালের চেয়ারম্যান দীনেশ দেববর্মা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম জোন্যালের চেয়ারম্যান টান দেববর্মা। উল্লেখ্য ডাকদু তাঁইসা সাব-জোন্যাল অফিস দুই তলা বিশিষ্ট ৮টি কক্ষ তৈরী করার জন্যে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ডাকদু তাঁইসা সাব-জোন্যাল অফিস নির্মাণের জন্যে জনসাধারণের সুবিধার্থে জায়গা দান করেন নমিতা দেববর্মা। অনুষ্ঠানের শেষে অতিথি বৃন্দরা বৃক্ষ রোপণ করেন।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির উন্নয়নে লক্ষ্যে ঐক্যতার মধ্য দিয়ে নিস্বার্থ ভাবে কাজ করে সমাজের গতিকে জাতীয়স্বর পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্যে নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে চলার বিষয়ে গুরোত্বারো করে বক্তব্য রাখেন এমডিসি তথা এডিসির প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মা। তিনি উদ্বোধকের ভাষণে আরো বলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে চিন্তা করেই ভাল পদক্ষেপ নেওয়া বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ঠ রয়েছে। তিপ্রার উন্নতি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা যুব সমাজে বর্তমানে যারা মাদক আসক্ত হয়ে সমাজের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি কারিদের বিরোদ্ধে সকলেই সচেতন হয়ে তাদেরকে পিরিয়ে আনার তাগিদের মানসিক দিক দিয়ে তৈরী হয়ে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান। যুব সমাজ হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড। এই মেরুদন্ডকে যত্ন সহকারে রক্ষা করা ক্ষেত্রে জাতি ধর্ম নিবিশেষে ঐক্যতার হাত বাড়াতে সকলের প্রতি কামনা করেন।সন্মানিত অতিথির ভাষণে মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া জানান এডিসি এলাকার উন্নতি লক্ষ্যে এডিসি প্রশাসনের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে সকল অংশের জনগণদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরো জানান সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্য দিয়েই বর্তমান এডিসি প্রশাসনের উন্নয়নমূলক কাজ করার প্রয়াস জারি রয়েছে।

যীষ্ণু দেববর্মাকে এডিসির চেয়ারম্যানের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

খুমুলুঙ।। ত্রিপুরা তথা রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্য মন্ত্রী যীষ্ণু দেববমর্ণ তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল মনোনীত করায় এডিসির চেয়ারম্যান। জগদীশ দেববর্মা প্রাক্তন উপমুখ্য মন্ত্রী যীষ্ণু দেববমর্ণকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শ্রীদেববমণ বলেন ত্রিপুরা থেকে এই প্রথম রাজ পরিবারের এক সদস্য রাজ্যপাল হলেন। এটা জাতি জনজাতি সহ রাজ্যের সকল অংশে মানুষের গর্বের ও আনন্দের বিষয়। তিনি যীষ্ণু দেববর্মণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও দীর্ঘাআয়ু কামনা করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উত্তর জেলায় প্রচার অব্যাহত রেখেছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুলাই: যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের দেওয়ান পাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন ভালোভাবেই জমে উঠেছে। তবে শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে প্রচার চালাচ্ছে তার তুলনায় বিরোধী কংগ্রেস বা বামফ্রন্ট প্রচারে প্রায় নেই বললেই চলে।

যদিও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার্থে বিরোধীদল নির্ধিতায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এলাকা পরিদর্শনে পাওয়া গেল ভারতের জনতা পার্টি জেলা পরিষদের প্রার্থী দিলীপ বর্ধন, পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী শিলু নাথ এবং বরিষ্ঠ প্রভাবশালী নেতা বিমল বিশ্বাস কে। বিমল বিশ্বাস চারটি নির্বাচনে জয়ী হয়ে এখন পঞ্চম বারের জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চাইছেন। মোট ছয়টি ওয়ার্ডের ১১ টি আসনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোট হবে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ টি আসনেই আসার দল জয়লাভ করেছিল। প্রায় ২৮০০ ভোটার রয়েছে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে। অনেক রাস্তা গত পঞ্চায়েতে ব্রিকসলিং হয়ে গেছে এবং একটি রাস্তা পাকা রাস্তায় হিসাবে হয়ে গেছে।

দশটি সেভার বকের মাধ্যমে কাজ করা হবে যার আটটি রাস্তার কাজ হয়েছে বলে দাবি করেছেন এলাকার দীর্ঘদিনের বরিষ্ঠ নেতা বিমল বিশ্বাস। চারটি আর সি সি ব্রিজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানানো হয়। ৪২৪ জন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।। ৫৫০ টি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় যোজনায়। ৩৫০ জনকে কিষান নিধি এর আওতা এনে উপকৃত করা হয়েছে। ৩৬ টি বৈদ্যুতিক খুঁটি বসিয়ে বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনটি ডিপ টিউবওয়েল নির্মাণ করে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এলাকার ৯০ শতাংশ মানুষ আয়ুষ্মান কার্ডের আওতাধীন হয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের পরিষেবা গ্রহণ করছে। গ্রামের প্রায় অর্ধেক শতাংশ মানুষ কেন্দ্রের দেওয়া চাল এবং অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছেন। ১১ জন ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে ৬ জন রয়েছে মহিলা। এলাকার প্রভাবশালী নেতা বিমল বিশ্বাস জানান এবারো এগারটি আসনের ১১ টি আসনেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হবেন। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করে আসা বিমল বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কেন পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের প্রার্থী হচ্ছেন না। তার উত্তরে তিনি জানান তিনি মানুষের কাছে থেকে মানুষের সেবা করতে বেশি ভালোবাসেন তাই গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনি প্রার্থী হয়ে মানুষের সেবা পড়তে চাইছেন।বিমল বিশ্বাসকে পাওয়া গেল ৪ নং ওয়ার্ডে ভারতের জনতা পার্টির বিশ্বনাথ গাড়ি রি এবং অনিতা নাথের হয়ে প্রচার করতে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের প্রার্থী থাকলেও বিজেপির ঝড়ো প্রচারের কাছে কংগ্রেসের প্রচার প্রায় নেই বললেই চলে। শাসক দলের বিভিন্ন স্তরের নেতারা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচারে সকাল থেকে অংশগ্রহণ করে মানুষের বাড়ি বাড়ি ভোট চাইছেন এবং মানুষ তাদের আবেদনে সারা দিয়ে এগিয়ে এসেছেন বলে জানা গেছে। আসন্ন ত্রিস্তরের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সকাল থেকে মানুষের মধ্যে উন্মাদনার যে শুরু হয় তা রাত পর্যন্ত চলে বলে এলাকাবাসীরা জানায়।

নদী পারাপারের সুবিধার্থে সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্নের দাবি গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৯ জুলাই: নদী পারাপারে দুই গ্রামের মানুষের জন্য নেই সেতু কিংবা নৌ পরিবহনের ব্যবস্থা। কাজ শুরু হলেও মাঝপথে থমকে রয়েছে সেতু নির্মানের কাজ। ফলে সমস্যায় ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার উজান দুধপুর এবং বলাই বাজার গ্রামের মানুষ। দ্রুত সেতু নির্মানের দাবি গ্রামবাসীদের।

ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার দুটি গ্রাম হলো উজান দুধপুর এবং বলাইবাজার। দুই গ্রামকে বিভক্ত করেছে মনু নদী। সেই নদী পারাপারের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চরম সমস্যায় দিন কাটছে সংশ্লিষ্ট গ্রামের মানুষের। যাতায়াতের সমস্যায় কৃষিপ্রধান সেই এলাকার কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে গিয়েও বিপাকে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

নদীপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকায় অন্য রাস্তায় অধিক গাড়ী ভাড়া দিয়ে পাশ্ববর্তী কাঞ্চনবাড়ী বাজারে বিক্রির জন্য ফসল নিয়ে যেতে হচ্ছে কৃষকদেরকে। এতে করে ফসলের উপযুক্ত মূল্য পেতে হিমসিম খেতে হচ্ছে চাষীদেরকে। শুধু তাই নয়, এলাকায় অসুস্থ্য রোগীদের ঘুরপথে হাসপাতালে নিতে গিয়েও গ্রামের মানুষদেরকে সমস্যা পোহাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে দুই গ্রামের মধ্যে নদীর উপর সেতু নির্মানের দাবী উঠতে থাকে গ্রামবাসীদের তরফে।

সেইমতো ২০২২ সালের ১০ই জুন পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক তথা তৎকালীন মন্ত্রী ভগবান দাসের হাতধরে শিলান্যাস হয় দুই গ্রামের জন্য নদীর উপর একটি ফুট ব্রীজ নির্মান কাজের। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে কাজের বরাদ দিয়ে কিছুদিন পর যথারিতি শুরু হয় নির্মান কাজ। স্থানীয়দের অভিযোগ কাজ শুরুর কিছুদিনের মাথায় নির্মানকাজ অর্ধসমাপ্ত রেখেই থমকে পরে সেতু তৈরীর কাজ।তাদের অভিযোগ আগে দুই গ্রামের মধ্যে নদী পারাপারের জন্য ছিলো নৌকোর ব্যাবস্থা। বর্তমানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই নৌ পরিবহন ব্যবস্থাও। এতে চরম সমস্যায় দিন কাটাতে হচ্ছে গ্রামের মানুষকে।এই সেতুটি নির্মান হলে উপকৃত হবেন দুই গ্রামের বহু মানুষ। ভূক্তভোগীরা চাইছেন নির্মান কাজে সৃষ্ট সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে দ্রুত নির্মান করা হোক তাদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত এই পাকা সেতু।

বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা অভিযুক্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুলাই: ফের ধর্ষণের শিকার এক নাবালিকা কন্যা। এবার ১৬ বছর বয়সী নাবালিকা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। রবিবার এনিয়ে পক্সো অ্যাক্টে একটি মামলা লিপিবদ্ধ করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজিব দেবনাথ জানিয়েছেন, আজ থেকে প্রায় দেড় বছর পূর্বে তেলিয়ামুড়া থানাধীন নর্থ পুলিনপুর এলাকার এক ১৬ বছর বয়সী নাবালিকা"কে পার্শবর্তী এলাকার ২৮ বছর বয়সী বার্ষা দেববর্মা নামের এক বিবাহিত যুবক জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে ধর্ষিতার নাবালিকার পরিবারের তরফে তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়।

সেই সঙ্গে অভিযোগে এটাও উল্লেখ ছিল যে ওই নাবালিকাকে নাকি অভিযুক্ত ব্যক্তি বিষ খায়িয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। পরবর্তীতে পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত করে এটা জানতে পারে যে, চলতি মাসের গত ২০ তারিখ ধর্ষিতা ওই নাবালিকা সহ অভিযুক্ত বার্ষা দেববর্মা বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে তড়িঘড়ি দুজনকেই উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এবং সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের অবস্থা গুরুতর প্রত্যক্ষ করতে পেরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করে দেয় রাজধানী আগরতলার জি.বি হাসপাতালে।

সেখানে চিকিৎসা শেষে ধর্ষিতা ওই নাবালিকা সহ নাবালিকার পরিবারের লোকজন রবিবার তেলিয়ামুড়া থানার দ্বারস্থ হয় এবং ধর্ষণকারীর নাম পরিচয় দিয়ে একটি ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ হাতে পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ একটি মামলা লিপিবদ্ধ করে তেলিয়ামুড়া থানায়। তেলিয়ামুড়া থানায় দায়েরকৃত ওই মামলার নম্বর ৫১-২০২৪। সেই সঙ্গে তেলিয়ামুড়া থানা সূত্রে এটাও জানা যায়, বর্তমানে অভিযুক্ত ওই অভিযুক্ত যুবক রাজধানী আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এবং পুলিশ নজরদারি রেখেছে অভিযুক্ত ওই যুবকের উপর। পুলিশ সূত্রটি আরো জানায়, অভিযুক্ত ওই যুবক সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

বাল্যবিবাহ রোধে পিএম শ্রী সেকেরকোট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: রাজ্যে বাল্যবিবাহ রোধ করতে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে বিভিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরেও রাজ্যে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যাচ্ছে না বাল্যবিবাহ। কিন্তু তারপরেও বিভিন্নভাবে প্রয়াস জারি রাখা হয়েছে বাল্যবিবাহ রোধে।

ঠিক একইভাবে বাল্যবিবাহরোধে কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত পি এম শ্রী সেকেরকোট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বাল্যবিবাহের উপর সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক তথা সর্বভারতীয় জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার, প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার রায়চৌধুরী, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা শিবানী দাস, আমতলী থানা দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক শুভা তেলী, বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান সুধীর চন্দ্র দাস সহ অন্যান্যরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরা।

এদিনের এই সচেতনতামূলক শিবিরে প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। তারপর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাল্যবিবাহের উপর একটি নাটক পরিবেশন করা হয়। এ দিনের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা বাল্যবিবাহের উপর বিস্তারিত আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি।বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব সরকার বাল্য বিবাহের উপর আইনি প্রক্রিয়াগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি তাহলে উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন ১৮ বছরের নিচে নাবালিকাদের বিয়ে দেওয়া যাবে না। এদিন তিনি অভিভাবকদের জানিয়েছেন তারা যেন তাদের নাবালিকা সন্তানদের ১৮ বছরের নিচে বিয়ে দেওয়ার কথা না ভেবে তাদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তার পাশাপাশি এদিন তিনি শিশু পাচার বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এই ধরনের অপরাধ থেকে সবাইকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

হকার উচ্ছেদের ঘটনায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ উদ্যপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ জুলাই: গত ২৫ শে জুলাই বৃহস্পতিবার উদয়পুর পৌরপরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে উদয়পুর শহরে বুলডোজার দিয়ে হকার উচ্ছেদের ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার গোমতী জেলা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি জামতলা কংগ্রেস দলের অফিস থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল রোড, পুরানো মটরস্ট্যান্ড, নিউটাউন রোড হয়ে পৌর পরিষদের অফিসের সামনে এসে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

গোমতী জেলা কংগ্রেস দলের সভাপতি টিটন পাল বলেন, উদয়পুর শহর পরিস্কারের নামে কয়েক দিন পর পর বুলডোজার নামিয়ে গরীব ব্যবসায়ীদের উপর যে ভাবে দমন পীড়নের ব্যবস্থা করছে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। উদয়পুর উন্নয়ন হোক কিন্তু হকারদের উপর দমন পীড়ন করে নয়। হকারদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তারপর হকারদের উচ্ছেদ হোক তবে বুলডোজার চালিয়ে নয়।

গত বৃহস্পতিবার হকার উচ্ছেদের নামে হকারদের যে ক্ষতি হয়েছে তার সমস্ত ক্ষতি পূরনের ব্যবস্থা করতে হবে উদয়পুর পৌর পরিষদ কে। নতুবা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান টিটন পাল।

ডেন্টাল কলেজ

● প্রথম পাতার পর

জন্য, ত্রিপুরায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ নিশ্চিত করতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমা কভারেজ প্রদান করাই এই স্কিমের মূল উদ্দেশ্য। এখনও পর্যন্ত, ১,৯৩,৯৩৫ পরিবারের মোট ৪,২৬,১৪৬ জন সুবিধাভোগীকে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ স্কিমের আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে এবং কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। এখন পর্যন্ত, ৮০০০ এরও বেশি রোগী বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিনামূল্য চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩-এর অধীনে ১০৯.৫৩ লক্ষ টাকার দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা অন্য কোনো সরকারি বীমা প্রকল্পর আওতায় পড়েন না তারা মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা -২০২৩ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

এই প্রকল্প সুবিধাভোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমা সুবিধা প্রদান করে। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য ২০২৩ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পরিবার প্রতি বছর ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা পাবে। পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে ব্যক্তিগত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য ২০২৩ কার্ড ইস্যু করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের এবং বহির্রাজের সমস্ত তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ রয়েছে। যোগ্য পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা বা বয়সের উপর কোন বাধা থাকবে না। সুবিধাভোগীদের প্রকল্পের কার্ড রিনিউ করার প্রয়োজন নেই।

সচিব

● প্রথম পাতার পর

রুসাল গর্গ বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ এবং অসুবিধা, শ্রমিক কল্যাণ নিয়ে অধিকর্তা (ইপি এন্ড ডাব্লু) নিতেশ কুমার, সুরক্ষিত এবং বৈধ অভিবাসন নিয়ে প্রোটেক্টর অব ইমিগ্রেন্টস তনয়া দে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষোভ

● আটের পাতার পর

বাহনী মজুত রাখা হয়েছে বলেও জানান বিডিও প্রনয় দাস। তা ছাড়াও শান্তি পূর্ণ ভাবে ভোট সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের পাশাপাশি গোটা ব্লক এলাকার সাধারণ ভোটাররা সচেতন রয়েছে। গৌরনগর ব্লকের অধীনে কুড়িটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কৈলাশহর বিধানসভার অধীনে রয়েছে ১৫ গ্রাম পঞ্চায়েত। এগুলি হল লক্ষীপুর, ইছবপুর, নূরপুর, ফুলবাড়িকান্দি, শ্রীনাথপুর, যুবরাজ নগর, টিলাবাজার, ইয়াজিখাওড়া, ধলিয়াকান্দি, লাটিয়াপুড়া, রাংগাউটি, খাওরাবিল, মাগুরুলী, ইরানি, পূর্ব ইয়াজিখাওড়া। অন্যদিকে জলাই, কাউলিকুড়া, গৌরন গর, ভগবান নগর এবং গোল ধার পুর এই পাঁচটি গ্রাম পঞ্চা য়েত ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে। রাজ নৈতিক অভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য গৌরনগরব্লকে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হচ্ছে। গৌরনগর কব্জা করতে রাজ্যের মন্ত্রিস ভার দুই মন্ত্রী একজন বিধায় ক সহ সমস্ত জেলা স্তরের হেভি ওয়েট নেতারা কৈলা শহরে সামি য়ানা টাঙ্গিয়ে বসে রয়েছেন। অন্য দিকে সিংহ বাহিনীও তীব্র গর্জনে গৌরনগর চযে বেড়াচ্ছেন। এই ব্লক হয়তো সারা রাজ্যে বিরোধীদল তথা ইন্ডিয়া জুটের মুখ রক্ষার ব্লক হতে যাচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনে ষাটটি বিধানসভার মধ্যে একমাত্র কৈলাসহর বিধানসভা মুখ রক্ষা করেছিল। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ও সম্ভাবনাময় ফলাফল হতে চলছে। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কৈলাসহরে আসেননি। কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

টিংকু রায়

● প্রথম পাতার পর

ব্যাঙ্গালরুতে বেসরকারি হাসপাতালে টাকা প্রদান করেন। এবং মন্ত্রী টিংকু রায় নিজের আরও টাকা খরচ করে মৃতদেহ ব্যাংগালোর থেকে বিমানে করে আগরতলায় আনেন। এবং আগরতলা বিমানবন্দর থেকে গাড়ি দিয়ে কৈলাসহরের দেবস্থল এলাকায় গীতা দেবীর নিজ বাড়িতে মৃতদেহ পৌঁছে দেন। একথা মন্ত্রী টিংকু রায় নিজেই গীতা দেবীর বাড়িতে বসে মৃতদেহ আনার পর জানান। পাশাপাশি মন্ত্রী টিংকু রায় একথাও জানান যে, এই কাজ করে কতটুকু ভালো করেছেন তা উনি জানেন না। কারণ, গীতা দেবীর জীবন্ত ছেলেকে ব্যাংগালোর থেকে এনে দিতে পারেন নি। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন নেপালের মৃতদেহ যে করেই হোক গ্রামে পৌঁছে দেওয়া। তবে, রাজ্যের যুবক যুবতীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, বহিঃরাজ্যে কাজে যেতে হলে যে সংস্থার অধীনে কাজে যাবেন সেই সংস্থা সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে যাবার জন্য। কারন, নেপাল তাঁতী যদি ভালো সংস্থার অধীনে কাজ করতো তাহলে চিকিৎসার জন্য নেপালের মৃত্যু হত না এবং মৃত্যু হলেও মৃত্যুর পর মৃতদেহ সংস্থার পক্ষ থেকে বাড়িতে পৌঁছে দিত নেপালের মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছা মাত্রই বাড়িতে ভিড় জমে যায় এবং গোটা গ্রামে কান্না শুরু হয়ে যায়। নেপাল দেবস্থল গ্রামের সবার কাছে খুবই প্রিয় ছিলো। নেপালের মৃত্যু হয়েছে সেটা কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি এবং ব্যাংগালোরে নেপাল তাঁতীর মৃত্যুর পর নেপালের মৃতদেহ গ্রামবাসীরা দেখতে পারবে সেটা দেবস্থল গ্রামের মানুষের কাছে অলৌকিক স্বপ্নের মতো ছিলো। অন্যদিকে, অসহায় নিরীহ দুঃস্থ গরীব ৬৫বছরের গীতা তাঁতী নিজেই জানান যে, উনি ভেবেছিলেন নিজের ছেলের মৃতদেহটা এবং ছেলের মুখটা শেষবারের মতো আর কোনো দিন দেখতে পারবেন না। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী টিংকু রায়ের কল্যানে। এই কাজের জন্য গীতা দেবী মন্ত্রী টিংকু রায়ের দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং মন্ত্রীকে ভগবান বলেও সম্বোধন করেন গীতা তাঁতী

তারপর নেপালের মৃতদেহ বাড়িতে এনে দেওয়ার পর মন্ত্রী টিংকু রায় মৃত নেপালের স্ত্রীর হাতে নগদ টাকা তোলে দেন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সহ সামাজিক কাজকর্ম করার জন্য। এছাড়াও গরীব দুঃস্থ অসহায় গীতা দেবীর পরিবারের পাশে দাঁড়ান মন্ত্রী টিংকু রায়। মৃত নেপাল তাঁতীর একমাত্র সাত বছরের মেয়ের বিনামূল্যে থাকা খাওয়া এবং পড়াশোনার জন্য হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে নেপালের স্ত্রীর বিধবা ভাতা ও মৃত নেপাল তাঁতীর মা ৬৫ব ছরের গীতা তাঁতীর বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করে দেন মন্ত্রী টিংকু রায়। এভাবে অচেনা অসহায় নিরীহ দুঃস্থ গরীব পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য সহযোগিতা করার খবর ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে চাউর হতেই গোটা দেবস্থল গ্রাম সহ কৈলাসহরের মানুষ সাধুবাদ জানাচ্ছেন মন্ত্রী টিংকু রায়কে।

টাকা উধাও

● প্রথম পাতার পর

অ্যাকাউন্টে প্রায় চার লক্ষাধিক টাকা ছিল। গত রবিবার স্থানীয় একটি এটিএম থেকে তিনি ১০০০ টাকা নগদ তুলেছেন। এছাড়া তিনি আর ব্যাংকের থেকে কোন টাকা নিজের হাতে তোলেন নি। কিন্তু গত বেশ কয়েকদিন ধরেই তার মোবাইলে লাগাতার মেসেজ আসছিল। তবে মেসেজে তেমন কোন কিছু উল্লেখ ছিল না। গতকাল যখন তিনি টাকা তুলেছেন তখন ব্যালেন্স চেক করলে তিনি দেখতে পান তার একাউন্টে তিন লক্ষ টাকা রয়েছে। একাউন্ট থেকে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা উধাও। সোমবার সকালে তিনি নিকটবর্তী এসবিআই ব্যাংকের শাখায় গেলে তোলা জানিয়ে দেওয়া হয় উনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে সেই টাকা তোলা হলো সে বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পরিষ্কারভাবে কিছুই বলতে পারছে না। ব্যাংকের তরফ থেকে উনাকে একটি অভিযোগ দায়ের করার জন্য বলা হয়েছে।

যথারীতি তিনি পুলিশে একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এছাড়াও সাইবার ক্রাইমের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে উনাকে। তবে কিভাবে সেই ব্যাংক একাউন্ট থেকে এতগুলো টাকা ওঠানো হলো তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এখন দেখার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করতে পারে কিনা।

দাখিল শুরু

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত কোন অর্থ জমা করা হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। তাই সরকারের উপর চাপ দেওয়া হবে এই ফান্ডে অর্থ জমা করার জন্য। তিনি বলেন সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের উদ্দেশ্য একটাই আইনজীবীদের স্বার্থ রক্ষা করা।

আহত ১

● প্রথম পাতার পর

পড়ে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছে চালক। বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে টিআর০১বিপি০৩৫৯ নম্বরের একটি গাড়ি বেপরোয়া গতিতে বিদুর কর্তা চৌমুহনী থেকে আস্তাবলের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একজন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে

পানাগড়ে ইথানল তৈরির কারখানা দূষণে নাকাল গ্রামবাসীদের সড়ক অবরোধ, উত্তেজনা

দুর্গাপুর, ২৯ জুলাই (হি.স) : সকাল থেকে রাত পঁচা দুর্গন্ধ। আর তার জেরে অতিষ্ঠ আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা। অ্যালকোহল তৈরির কারখানার দুর্গন্ধে নাজেহাল স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারন মানুষ। লাটে উঠেছে দূষন নিয়ন্ত্রন। অভিযোগ জানিয়ে জুতোর শুকতলা খুইয়েছে আক্রান্ত বাসিন্দারা। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙতেই রাস্তায় নামল ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। সোমবার পানাগড় মোরগ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করল স্কুল পড়ুয়া ও বাসিন্দারা। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার মিনিবাজারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রায় তিন ঘন্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। উল্লেখ্য, পানাগড় শিল্পতালুকে আরও দুটি অ্যালকোহল তৈরির কারখানা হয়েছে। গত কয়েক মাস যাবৎ উৎপাদন শুরু করেছে। জানা গেছে, অ্যালোকগ্রীন ডিস্টিলার্স নামে ওই কারখানাটিতে ৬৬০ কিলোলিটার অ্যালকোহল উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, মূলত চালের খুদ থেকে ইথানল তৈরি হচ্ছে। ওই ইথানাল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থায় যোগান হচ্ছে। আর তাতেই দুর্গন্ধে নাজেহাল আশপাশের ঝিনুকগড়ে, কাঁকসার মনোজপল্লী, ২ নং ও ৩ নং কলোনির বাসিন্দারা। গত কয়েকমাস ধরে বাসিন্দারা পচা দুর্গন্ধের বিষয়টি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। কয়েক দিন আগে পরিদর্শনে যাওয়া প্রশাসনিক আধিকারিকদের কারখানা এলাকায় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। তাতেও সুরাহা না হওয়ায় সোমবার পানাগড়- মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর মিনিবাজার মোড়ে অবরোধ করে বাসিন্দারা।স্কুল পড়ুয়ারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তার ওপর বসে পড়ে। পড়ুয়াদের করুন অর্তি "বিশুদ্ধ বাতাসে সুস্থভাবে বাঁচতে চাই।" অবরোধকারী মহিলারা বলেন,' যখন তখন দুর্গন্ধ আসে। দুর্গন্ধে মাথা ঘুরোয়। বমি হয় বাচ্চা দের। ঘরে বাইরে টেকা দায় হয়ে পড়ে। তাই এই দুর্গন্ধ বন্ধ করা হোক। বিশুদ্ধ বায়ুতে বাঁচতে চাই। অনেক বয়স্ক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে।' কারখানা লাগোয়ায় ঝিনুকগড়ে গ্রামের অঙ্গনবাড়ি কর্মী সুমি মাড্ডি বলেন, ' ভোরের দিকে দুর্গন্ধ আসে। দুপুর পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে যায় ছেলে মেয়েরা। দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। আবার সন্ধ্যার পর বাড়িতে ছেলে মেয়েরা থাকতে পারে না। পড়াশোনা করতে পারে না।' গ্রামবাসীদের অভিযোগ,' কারখানাটি চালুর পর থেকে আমাদের স্বাভাবিক পরিবেশ বিপন্ন।' স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,' দুর্গন্ধ জনমানসে প্রভাব পড়ছে। এলাকার জলে প্রভাব পড়ছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। জীব বৈচিত্র প্রভাব পড়ছে। এধরনের কারখানা জনবসতি এলাকায় করা উচিত হয়নি।' বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই বলেন,' বাম জামানায় পশ্চিমি দেশ গুলির বাতিল করা স্পঞ্জ আয়রন কারখানা করে রাজ্যবাসীকে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

ক্রীড়াঙ্গন

শান্তিরবাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেট ইয়ারংকে হারিয়ে জগন্নাথপাড়া ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইয়ারংয়ের হার। জয়ী জগন্নাথ। ৩ উইকেটে দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে জগন্নাথ পাড়া ফাইনালে পৌঁছোল। খেলবে ৩১ জুলাই মুহুরীপুর জনকল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে। শান্তিরবাজার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত পুরুষদের সিনিয়র লীগ চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা চলছে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচে আজ, সোমবার জগন্নাথপাড়া প্লে সেন্টার এন্ড ইয়ুথ সোসাইটি তিন উইকেটের ব্যবধানে ইয়ারং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কে হারিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে খেলা শুরুতে ইয়ারং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩ ওভার খেলে মাত্র ৮৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে পারেন্দ্র রিয়াং সর্বাধিক কুড়ি রান পায়। জগন্নাথ পাড়ার প্রসেনজিৎ বিশ্বাস একাই ২৮ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে রুখে দেয়।

এছাড়া আরিপ মিয়া দুটি উইকেট তুলে নেয় ৮ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জগন্নাথপাড়া প্লে সেন্টার এন্ড ইয়ুথ সোসাইটি ১৭ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্যাটিং লাইন আপেও প্রসেনজিৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বাধিক ২২ রান সংগ্রহ করার পাশাপাশি অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয় এনে দেয়। এছাড়া, বিভাস বৈদ্য সংগ্রহ করে ১৮ রান। ইয়ারংয়ের কিষান রিয়াং ১৯ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। বলে ব্যাটে দুর্দান্ত পারফরমেন্স এবং দলকে জয়ী করার মুখ্য ভূমিকা পালন করায় প্রসেনজিৎ বিশ্বাস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। উল্লেখ্য, গত ২৭ জুলাই প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচে মুহুরীপুর জনকল্যাণ সমিতি ১৫৫ রানের বিশাল ব্যবধানে জগন্নাথপাড়া প্লে সেন্টারকে হারিয়ে আগেই ফাইনালের ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নিয়েছে।

আসামে অনূর্ধ-১৭ বালকদের ফুটবলে পিছিয়ে থেকেও পয়েন্ট ভাগ ত্রিপুরার

মধ্যপ্রদেশ-২ ত্রিপুরা-২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দু-দুবার পিছিয়ে থেকেও পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়লো ত্রিপুরা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে। অসমের নোয়াগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৭ বালকদের জুনিয়র ফুটবলে। ওই রাজ্যের নুরুল আমিন স্টেডিয়ামের ২ নং মাঠে সোমবার সকালে মধ্যপ্রদেশের মুখোমুখি হয়েছিলো ত্রিপুরা। প্রচন্ড গরমের মধ্যেও এদিন শুরুতে ভালো না খেললেও ম্যাচ যত গড়িয়েছে ততই ইন্দ্রজিৎ সূত্রধরের ছেলেরা জ্বলে উঠেছে। একসময় ম্যাচে জয় পাওয়ার মতো অবস্থায় চলে এসেছিলো ত্রিপুরা। অমরজিৎ দেববর্মা এবং দলনায়ক বংলাল রিল হালাম সহজ সুযোগ যদি নষ্ট না করতো তাহলে হয়তোবা প্রথম ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারতো ত্রিপুরা। এদিন ম্যাচ শুরুর ১০ মিনিটের মাথায় রক্ষণভাগের ফুটবলারের সঙ্গে গোলরক্ষক রমজান মিঁয়ার ভুল বোঝাবুঝির জন্য গোল হজম করে ত্রিপুরা। শুরুতেই গোল হজম করার পর সমতা ফেরানোর জন্য আক্রমণের গতি বাড়ায় রাজ্য দলের ফুটবলাররা। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে দলনায়ক বং লাল রিল হামাল সমতা ফেরায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবার গোল হজম করে ত্রিপুরা। গোল হজম করার ১২ মিনিটেকর মাথায় বংলাল রিল হালাম নিজের এবং দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে সমতা ফেরায়। সমতা ফিরতেই আক্রমণের গতি আরও বাড়ায় ত্রিপুরার ফুটবলাররা। ক্রমাগত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে মধ্যপ্রদেশের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা। কিন্তু অমরজিৎ দেববর্মা সহজ সুযোগ নষ্ট করায় দল কাঙ্খিত জয় পায়নি। খেলা শেষে নোয়াগাঁও থেকে ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার রূপক মজুমদার বলেন,'জয় পেতে পারতাম আমরা। যদি না সহজ সুযোগ নষ্ট না হতো। আসরের প্রথম ম্যাচ হওয়ায় কিছুটা জড়তা ছিলো ফুটবলারদের মধ্যে। তবে বিশ্বাস করি পরের ম্যাচে ছেলেরা আরও ভালো খেলবে'। ৩১ জুলাই ত্রিপুরা দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে গুজরাটের বিরুদ্ধে। ওই দিন দুপুর ২ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

বালিকাদের জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ত্রিপুরার জয়ধ্বজায় আঘাত রাজস্থানের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মুখ থুবড়ে পড়লো ত্রিপুরা। রাজস্থানের বিরুদ্ধে। কর্ণাটকের বালিগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র বালিকাদের ফুটবলে। সোমবার ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৮-০ গোলে। ম্যাচে পরাজিত হয়ে গ্রুপ থেকে বেরুনোর স্বপ্ন কার্যত ধূলিসাৎ হয়ে গেলো ত্রিপুরার। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই এদিন খেলা শুরু হয়। মাঠের বিভিন্ন জায়গায় অল্প বিস্তর জল জমে যাওয়ায় এদিন খেলতেই পারেননি রাজ্য দলের ফুটবলাররা। প্রথমার্ধেই ত্রিপুরা দল হজম করে ৬ টি গোল। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও বিপক্ষের রক্ষণভাগে চিড় ধরাতে পারেননি সুশান্ত দেববর্মা-র মেয়েরা। খেলা শেষে হতাশ ত্রিপুরার কোচ সুশান্ত দেববর্মা বলেন,'বৃষ্টিতে আমার মেয়েরা খেলতেই পারেনি। যোগ্য দল হিসাবেই জয় পেয়েছে বিপক্ষ দল। গতি, শক্তি- দুবিভাগেই আমাদের থেকে এগিয়ে ছিলো বিপক্ষ দলের ফুটবলাররা। এদিনের পরাজয়ের ফলে গ্রুপ থেকে বেরোনো কঠিন হয়ে পড়লো আমাদের সামনে'। ৩১ জুলাই নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে মহারাষ্ট্র-র বিরুদ্ধে।

আজ ও পয়লা আগস্ট ফুটবল অ্যাসো-তে বৈঠক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল লীগ কমিটির এক জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে টি এফ এ-র পক্ষ থেকে। আগামীকাল সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে টি এফ এ অফিসেই হবে এই আর্জেন্ট বৈঠক। বৈঠকের মুল বিষয় হলো, গত ২৮ জুলাই মাঠের বাইরে একজন রেফারি গোলরক্ষক দ্বারা গৃহীত হয়েছেন বলে রেফারি কর্তৃক টিএফএ তে অভিযোগ জমা পড়েছে। এটার ফয়সালা করতে হবে। একই সাথে দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলের পরবর্তী সূচিও তৈরি করা হবে। এছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করবেন লিগ কমিটির সদস্যরা। বৈঠকে লিগ কমিটির প্রত্যেককে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকতে আহবান করেছেন যুগ্ম সচিব কৃষ্ণপদ সরকার। এদিকে, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টও চলছে। এরপরই শুরু হবে রাখাল শিল্ড ও প্রথম ডিভিশনের আসর। এরই লক্ষ্যে আগামী ১লা আগস্ট টি এফ এ-র অফিসে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে অপর এক বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকে এ-ডিভিশনে অংশগ্রহণ কারী ক্লাব গুলোর প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করলেন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি শ্রীসরকার। বৈঠকে ঠিক হবে কবে নাগাদ হবে রাখাল শিল্ড ও এ-ডিভিশন ফুটবল আসর।

ক্রীড়া বিষয়ক অধ্যায়নে বিশেষ ফলক উন্মোচিত হতে যাচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ক্রীড়া জগতে বিশেষ করে ক্রীড়া বিষয়ক অধ্যায়নের ক্ষেত্রে আগামী দিনে আরো এক মাইল ফলকের উন্মোচন হতে যাচ্ছে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা মিহির শীলের পিএইচডি বিষয়ক থিসিস প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ২০১৬ থেকে মধ্যপ্রদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীশীল যে বিষয়ের উপর গবেষণা ধর্মী কাজ করে আসছেন তার বিষয়বস্তু মূলতঃ একজন জিমন্যাস্টের কেমন ধরনের ফিজিওলজি, মরফোলজি এবং হেমাটোলজির প্রয়োজন। নির্দিষ্ট এই বিষয়ের উপর গবেষণা তথা থিসিস মুখ্যত আগামী দিনে অ্যাথলেটদের জন্য অভূতপূর্বক কাজে আসবে। থিসিসের প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে মিহির শীল অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকারের ফিজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল বিষয় ভিত্তিক তথ্য এবং আলোচনা সংগ্রহ করেছেন। খ্যাতনামা মহিলা জিমন্যাস্ট হিসেবে দীপার কর্মকারের প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে অনেকটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। আগামী ৫ ই আগস্ট গবেষণা বিষয়ক সরাসরি সাক্ষাৎকার মূল্যায়িত হবে বলে সংবাদ সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বি ডিভিশন ক্লাব লিগে জুয়েলের জোড়া গোল এনএসআরসিসি-কে হারিয়ে ১ম জয় পুলিশের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমার্ধে এক গোলে পিছিয়ে থেকে, দ্বিতীয়ার্ধে পরপর তিন গোল। চমকপ্রদ জয় পেয়েছে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। টুর্নামেন্টে এটি তাদের প্রথম জয়ের স্বাদ। তাও তৃতীয় ম্যাচের মাথায়। প্রথম খেলায় মৌচাকের সঙ্গে এক-এক গোলে ড্র এর পর, দ্বিতীয় ম্যাচে স্কাইলার্ক এর কাছে নূনতম গোলে হেরে পুলিশ দল এক প্রকার পিছিয়ে পড়ছিল। কার্যত আজ, সোমবার এনএসআরসিসি-র বিরুদ্ধে তিন গোলে জয় পুলিশ আর সি কে অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন ঘরোয়া ক্লাব লীগ ফুটবলের ১২ তম ম্যাচ। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা সাড়ে তিনটায় এনএসআরসিসি মুখোমুখি হয়েছিল পুলিশ আরসি-র বিরুদ্ধে। প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটের মাথায় সজল দাসের গোলে এনএসআরসিসি ১-০ তে লিড নেয়। প্রথমার্ধের অবশিষ্ট সময়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ চোখে পড়লেও গোলের সুযোগ কেউ পায়নি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পুলিশ দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াররা ক্রমাগত অ্যাটাকিং খেলে এনএসআরসিসি-র রক্ষণভাগ ভেদ করার প্রয়াস নেয়। ৪৮ মিনিটের মাথায় পুলিশের রোয়াতা ডার্লং একটি গোল করলে খেলায় সমতায় ফিরে আসে। ৭ মিনিট বাদে দলের অনূর্ধ একুশ খেলোয়াড় জুয়েল দেববর্মা আরও একটি গোল করলে পুলিশের পক্ষে ব্যবধান বেড়ে দুই এক হয়। এবার এনএসআরসিসি খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জোরালো আক্রমণ রচনা করলেও সফল হয়নি। উপরন্ত ৭ মিনিট বাদে জুয়েল ফের আরও একটি গোল করলে ব্যবধান ৩-১ হয়। পরবর্তী সময়ের খেলা পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও গোলের দক্ষতা কেউ দেখাতে পারেনি। তিন-এক গোলে জয় ছিনিয়ে ত্রিপুরা পুলিশ প্রথম জয়ের স্বাদের সাথে সাথে ৩ পয়েন্ট অর্জন করে ঘরে ফিরে। খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি এনএসআরসির সানজালাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি অভিজিৎ দাস, তপন কুমার নাথ, সুকান্ত দত্ত ও প্রতাপ কুমার দাস।

ন্যাচারেল বডি বিল্ডিংয়ে তিনটি স্বর্ণপদক জয় সোমনাথ সাহা-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগরতলার শিবনগর এলাকার প্রয়াত শঙ্কর সাহার ছেলে সোমনাথ সাহা। গরিব পরিবারের ছেলে এই সোমনাথ বেশ কয়েক বছর ধরে বেঙ্গালুরুতে অবস্থান করছে। সেখানে থেকে ন্যাচারাল বডি বিল্ডিং এর প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন দক্ষতার সঙ্গে সোমনাথ ন্যাচারাল বডি বিল্ডারদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করছে। গত ২৯ জুন আই সি এন ইন্টারন্যাশনালের আই সি এন ইন্ডিয়াতে অংশগ্রহণ করে তিনটি স্বর্ণপদক অর্জন করে সোমনাথ। এই রাজ্যের সন্তান হিসেবে এই সাফল্য নিশ্চিতভাবেই রাজ্যবাসীর গর্বের বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু আগরতলার এমন এক প্রতিভাবান ছেলে বডি বিল্ডিং এর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বড় সাফল্য অর্জন করলেও একমাত্র প্রচারের অভাবে তার সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না। অথচ কর্ণাটক মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিযোগীরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অর্জন করলেও তাদের সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমে বিস্তর প্রচার হচ্ছে। সোমনাথ আই সি এন ইন্ডিয়াতে অংশগ্রহণ করে তিনটি স্বর্ণপদক পেলেও তার সাফল্যের ঝুলিতে আরো কিছু পুরস্কার রয়েছে। এই অবস্থায় আগামী বছর ন্যাচারাল বডিবিল্ডিং এ ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে বহির্দেশে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে সোমনাথ। এক্ষেত্রে সোমনাথ সাহা ত্রিপুরাবাসীর সকলের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: আগরতলা টাউন হলে সাফাই মিএ সুরক্ষা শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সাফাই মিএদের সুরক্ষা কিট প্রদান করা হয়েছে।এদিনের উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র শ্রদ্ধেয়া মনিকা দাস দও ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব ও অন্যান্য আধিকারিকগন।

এদিন মেয়র বলেন, সাফাই মিএদের জন্য স্বাস্থ্য শিবির ও স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করা হয়। আগরতলা শহরকে সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সাফাই কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম।তার কথায়, সাফাই কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করলে করোনা মহামারী আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করত। তাই সমাজে তাদের বিশেষ অবদান রয়েছে।এদিন তিনি আরও বলেন, সাফাই কর্মীরা যাতে সুস্থ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখছে পুর নিগম। তাদের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন কটা হয়েছে। পাশপাশি তাদের স্বাস্থ্য বীমারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, আগরতলা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার তরফ থেকে একাধিক পুরষ্কার পাওয়া গিয়েছে। তাতে একমাত্র সম্ভব হয়েছে তাদের পরিশ্রমের ফলে। পাশাপাশি, তিনি শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে জনগণকে এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন।

সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবির অনুষ্ঠান শেষে মিষ্টি চাওয়ায় সাফাই কর্মীদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নিগম কর্মীদের বিরুদ্ধে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ আগরতলা টাউন হলে সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবিরের আনুষ্ঠিক উদ্বোধন হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের তথা বিধায়ক দীপক মজুমদারের হাতে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অনেক সাফাই কর্মী উপসিত ছিলেন। কিন্তু বয়স্কা সাফাই কর্মীদের অভিযোগ, অনেককে মিষ্টির প্যাকেট দেওয়া হয়নি। নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়প সাফাই কর্মীদের অপমান করা হয়েছে। তাদের আরও অভিযোগ, সাফাই কর্মীরা মিষ্টি চাইতে গেলে দূর্ব্যবহার করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামলেন জোলাইবাড়ি মন্ডল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামলো মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। উন্নয়নের কর্মধারাকে বজায় রাখতে বাড়ী বাড়ী জনসম্পর্ক অভিযানে নামলো মন্ডল সভাপতি।

জোলাইবাড়ী মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং বলেন, তিনি গনতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রথেকে ভোটে প্রতিদ্বন্দীতা করার জন্য বিরোধীরা প্রার্থী দেবার সুযোগ পেয়েছে। বিগত বাম আমলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীরা প্রার্থী দেবার সুযোগ পেতেন না। বর্তমান সময়ে ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায় জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে। এদিন তিনি আরও বলেন, সোমবার জোলাইবাড়ীর ঠাকুরছড়া এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে ৮ নং আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী তাপস দত্ত ও জেলা পরিষদের ১৩ নংআসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী শিল্পী নমঃকে বিপুলভোটে জয়যুক্ত করানোর লক্ষ্যে জনসম্পর্ক অভিযানে নামেন। তাপস দত্ত বিগত দিনেও জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যানের পদেথেকে লোকজনদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। সকলে আশাবাদী এই নির্বাচনেও তাপস দত্ত বিপুল ভোটে জয়লাভকরে লোকজনের উন্নয়নের স্বার্থে কাজকরেযাবেন। তারপর ঠাকুরছড়া এলাকায় জনসম্পর্ক অভিযান শেষে বাইখোড়া আর এফ এলাকায় জেলা পরিষদের ১১ নং আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী শিখা ভৌমিককে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে জনসম্পর্ক অভিযানে বের হয় মন্ডল সভাপতি।

এলাকাবাসীর হাতে আটক তিন নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: এলাকাবাসীর হাতে আটক তিন নেশা কারবারি। ওই তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পর্বতী সময়ে এলাকাবাসী তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই চাকমাঘাট এলাকায় নিজের নেশার সাম্রাজ্য বিস্তার করে মরণ নেশা ড্রাগসের ব্যবসা চালাচ্ছিলেন কুখ্যাত গনি মিয়া। অতীতেও পুলিশ বহুবার অভিযান চালিয়ে মরণ নেশা ড্রাগস সহ এই তাকে জালে তুলেছিল। আজ এলাকায় মরণ নেশা ড্রাগসের এই রমরমা ব্যবসা প্রত্যক্ষ করেন তারা। তাই এলাকাবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ড্রাগস কারবারি গনি মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছেন। তাকে আটক করে এলাকার লোকজন উত্তম মাধ্যম দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। তার সাথে নেশার সঙ্গে জড়িত আরো তিন যুবককেও আটক করে এলাকার লোকজন।

এবিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজিব দেবনাথ জানিয়েছেন, এই খবর পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। পুলিশ গনি মিয়া সহ হিরো দেববর্মা, বয়ার দেববর্মা, ইসুহা মারাকনামের ওই তিন ড্রাগসের নেশার সঙ্গে জড়িত যুবকদের কেও আটককরে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে গিয়েছে।

তিনি আরো জানিয়েছেন, পূর্বে তেলিয়ামুড়া মহকুমার এক জনজাতি যুবতীকে গণধর্ষণ করার অভিযোগে দায়েরকৃত ধর্ষণ মামলায়ও অভিযুক্ত ছিলেন এই কুখ্যাত ড্রাগস কারবারি গনি মিয়া।

স্ত্রীর পরকীয়া, থানায় মামলা দায়ের করেন স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: আবারো এক ন্যাক্কারজনক ঘটনা উঠে আসলো সোনামুড়া মহকুমার শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে। নিজের স্বামী ও সন্তান থাকার পরেও স্ত্রী অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।পরবর্তী সময়ে স্ত্রী ও প্রেমিকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন স্বামী।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত আট বছর আগে মুসেদা বেগমকে সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে বিয়ে করেন সোনামুড়া থানা দিন শোভা পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোতালেব মিয়া নামে এক যুবক। বিয়ের পাঁচ বছর পর্যন্ত দুজনের সংসার খুব সুন্দর ভাবে চলছিল। এদের মধ্যে তাদের একটি সন্তান মারা গিয়েছিল। কিন্তু গত তিন বছরে মোতালেব মিয়ার স্ত্রী মুসেদা বেগম একই এলাকার তথা পাশাপাশি বাড়ি শারমুল হক নামে এক মাদ্রাসার ছাত্রের সঙ্গে অবৈধ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। প্রথমত স্বামী মোতালেব মিয়ার বিশ্বাস না হলেও পরবর্তীকালে তার চাল ছলনা দেখে, স্বামী মোতালেব মিয়া তার স্ত্রীকে বুঝানোর অনেক চেষ্টা করেন। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক গরোয়া সভা হয়।কিন্তু স্বামী মোতালেব মিয়া যিনি একজন গাড়ির ড্রাইভার বহি:রাজে তাকে গাড়ি নিয়ে যেতে হয়। আর এই সুযোগে তার স্ত্রী মুসেদা বেগম তার অবৈধ প্রেমিক সারমুল হকের সঙ্গে আবারো পরকীয়া লিপ্ত হয়ে থাকেন। গত ১৫ জুলাই মোতাবেলের পরিবারের সদস্যরা তাদের দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। সেখান থেকে জোরজবস্তি করে অবৈধ প্রেমিক শারমুল হক মোতালেবেট মাকে ধাক্কা দিয়ে পুকুরে ফেলে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মোতালেব মিয়া তার স্ত্রী মুসেদা বেগম, তার অবৈধ প্রেমিক সারমুল হক, সাইফুল বসার, শাহাদা বেগম, আব্দুল সোবহান, ফিরোজা খাতুন এদের বিরুদ্ধে সোনামুড়া থানা মামলা করেন।

অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সাফল্য পেল বিএসএফ জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: দুটি পৃথক অভিযানে সাফল্য পেল বিএসএফ। সোমবার সালপোকার বিওপি এবং যাত্রাপুর থানা এবং বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নেওরামুড়া দক্ষিণ তাইবান এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে ৫০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পাশাপাশি বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, এদিনই খোয়াই জেলার পাহাড়মুড়া বিওপি এলাকায় ইন্দো বাংলা সীমান্ত পারাপারের সময় তিনজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফের জওয়ানরা। গ্রেফতারকৃতরা বাংলাদেশের ময়মন সিং, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে বিএসএফ।

উদয়পুরে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট প্রচার অর্থমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ জুলাই: আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে সামনে রেখে উদয়পুরে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বেরিয়েছেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামীণ স্তরের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে খিলপাড়া ও পশ্চিম খিলপাড়া পঞ্চায়েতে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।তিনি আরও বলেন, বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই করছে। বিরোধীদলের কাছে প্রার্থী দেওয়ার লোক নেই। তাই তারা শাসক দলের উপর মিথ্যে আরোপ দিচ্ছে। তিনি আশাবাদী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।

ভূষিত বিশিষ্ট তাঁতশিল্পী নির্মলা সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ২০২৩ সালে জাতীয় হস্ততাঁত সম্মানে ভূষিত হয়েছেন রাজ্যের ধলাই জেলার বিশিষ্ট তাঁতশিল্পী নির্মলা সিনহা।উনার এই সাফল্য দিব্যাঙ্গজন হয়েও নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও প্রশংসনীয় কাজের মাধ্যমে রাজ্যের সকল তাঁতশিল্পীদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার স্রোত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন। ওনারই সাফল্যে খুশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। নিজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি নির্মলা সিনহাকে এ সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়, শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুলাই: ধর্মনগর প্রগতিরোড এলাকার এক গৃহবধূ কাজলী দেবের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য নতুন মোড় নিচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক দুইটা নাগাদ গৃহবধূ কাজলীদেব শশুর বাড়িতে নিজগৃহে শাড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে পরিবারের লোকজন তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে কাজলীকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অভিযোগের ভিত্তিতে ২১/২০২৪ নম্বরে একটি মামলা গৃহীত হয় এবং ১০৩/(১) /৩(৫)এর বিএনএস ধারায় মামলা নিহিত হয়। হাসপাতালে তখন কাজলের স্বামী বিশ্ব দাস ,দেবর বিপ্রদাস, শ্বশুর বীরেন্দ্র দাস এবং শাশুড়ি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর নয়াপাড়া অটো স্ট্যান্ডসিত কাজলী দেবের বাবা-মাকে। বাকরুদ্ধ কাজলী দেবের বাবা মা ঐদিন বিশেষ কিছু বলতে না পারলেও পরের দিন কাজলির বাবা-মা ধর্মনগর থানায় কাজলির শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছেন বলে মামলা দায়ের করেন।কাজলির বাবা-মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার পুলিশ ২১২৪/২০৩(১)২৩/(৫)ধারায় মামলা নিয়ে কাজলির দেবর বিপ্রদাসকে গ্রেফতার করে। এদিকে কাজলীর স্বামী শিক্ষক স্বামী বিশ্ব দাস (৩৪) অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পুলিশের নজরদারিতে রয়েছে। স্বামী শিক্ষক বিশ্ব দাস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে আসলে পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠায়।

এদিকে কাজলির শ্বশুর বীরেন্দ্র দাস অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক হওয়ায় বয়সের ভারে তাকে পুলিশ এখনো আটক করেনি। তবে কাজলির শ্বশুর বীরেন্দ্র দাস জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার রাতে তার দুই ছেলে বিশ্ব দাস ও বিপ্রদাসের মধ্যে পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি চলছিল। এই সময় শশুর বীরেন্দ্র দাস কাজলিকে কিছু কটু কথা বলেন যার ফলে কাজলী গভীর রাতে সকলের অজান্তে অভিমান করে আত্মহত্যা করেছে নিজে গৃহে।

এদিকে কাজলির মা শিপ্রা দেব আরো জানিয়েছেন প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যার পরে মেয়েকে ফোন করলে মেয়ে ফোন রিসিভ করেনি। এমনকি মেয়ের স্বামী বিশ্বকে ফোন করলেও বিশ্ব ফোন রিসিভ করেনি। আবার রাত ৮ নাগাদ দ্বিতীয়বার তিনি ফোন করলে কাজলি কোন উত্তর না দিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে সে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফোন করবে। সবশেষে রাত ১১ টা নাগাদ মেয়ের ফোন না পেয়ে মা শিপ্রা দেব আবার তার মেয়েকে ফোন করলে মেয়ে কেঁদে কেঁদে মাকে জানায় এসে তাকে ওখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে আর স্বামীর বাড়িতে থাকবে না। মা তাকে আশ্বস্ত করেন পরের দিন তাকে নিয়ে আসবেন।কিন্তু সেই নিয়ে আসা আর অধরা থেকে গেল। এখন সকলেই তাকিয়ে আছেন ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হোক। যদি প্রকৃতই তাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয় তবে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছেন সকলে। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে ধর্মনগর পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা জানান ঘটনাটি সিনিয়র অফিসার এবং ফরেন্সিক টিম দিয়ে তিনি তদন্ত করে দেখছেন প্রকৃত দোষী কে এবং কারা।

পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধের দাবিতে সড়ক অবরোধ প্রমিলা বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধের দাবিতে মেলাঘর-বিশ্রামগঞ্জ সড়ক অবরোধ অবরোধ করেন প্রমীলা বাহিনী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে জন দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, পদ্মনগর এলাকার বাসিন্দা স্বপন দেবনাথ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি ফার্ম খুলেছেন। তাতে গোটা এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এর আগেও পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধের দাবিতে সরব হয়েছিলেন প্রমিলা বাহিনী। ওই সময় প্রসাশনেী তরফ থেকে স্বপন দেবনাথকে পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধ করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করে তার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ একপ্রকার বাধ্য হয়ে প্রমীলা বাহিনী সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর দাবি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধ করতে হবে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছে অতিসত্বর ফার্ম বন্ধ করা হবে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহার ভূমিকায় কৈলাসহরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ জুলাই: প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা দুই দিন উত্তর উনকোটি জেলা সফল করলেও কৈলাসহরে পা ফেলাননি। অথচ সারা রাজ্যের মধ্যে কৈলাসহরে কংগ্রেস উজ্জীবিত। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই মহকুমায় বাঘে মহিষে লড়াইয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। কংগ্রেস কর্মীরা যখন মাটি কামড় দিয়ে লড়াই করছে সেখানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে কাছে না পেয়ে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগামী আট আগস্ট রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। শাসক দল বিজেপি সারা রাজ্যে ইতিমধ্যেই ৭০শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে,এই কৈলাসহর মহকুমা সারা রাজ্যের মধ্যে নজর কাড়া লড়াই হচ্ছে। ব্যতিক্রমধর্মী লড়াই হচ্ছে কৈলাসহর মহকুমার গৌর নগর ব্লকে।রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ৫৭টি ব্লকে একশো শতাংশ ভোট হচ্ছে না। একমাত্র ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর মহকুমার গৌর নগর ব্লকে একশো শতাংশ ভোট হচ্ছে।

গৌরনগর ব্লকের অধীনে এমন কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত নেই যেখানে শাসক দল বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া জয়ী হয়েছে। শাসক দলের ভয়ভীতি এখানে কোন কাজ করেনি। বিরোধীদল বিশেষত কংগ্রেস দল চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গৌর নগর ব্লকের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন ব্লকের বিডিও প্রনয় দাস। তিনি জানান, গৌরনগর ব্লকের অধীনে কুড়িটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা তেরো। ব্লকে মোট ভোটার রয়েছে ৪৩০১৫জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২১৮৫১ জন এবং মহিলা ভোটার ২১১৬৪ জন। কুড়িটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ২০৬টি আসন রয়ে ছে।২০৬ টি আসনে লড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে র পক্ষ থেকে ৪৭৭টি মনোনয় ন জমা পড়ে। এরমধ্যে বিজে পি দল ২০৬ টি, সি পি.আই এম দল ৮১টি, কংগ্রেস দল ১৬১টি, ত্রিপ্রা মোথা ১০টি এবং নির্দলেরা ১৯টি আসনে লড়ছে। তেরো আসন বিশিষ্ট গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতিতে লড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন রাজ নৈতিক দলের পক্ষ থেকে ৩৭ টি মনোনয়ন জমা পড়েছি লো। এরমধ্যে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে তেরোটি, সি.পি আই.এম দলের পক্ষ থেকে সাতটি, কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে নয়টি, তিপরা মথার পক্ষ থেকে চারটি এবং নির্দ লের পক্ষ থেকে চারটি মনোন য়ন জমা পড়েছিলো এবং সব গুলো মনোনয়ন বৈধতা হওয়ার কারনে বহুমুখী লড়াই হচ্ছে।একমাত্র গৌরনগর ব্লকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া কিংবা স্কুটিনীকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা হলো, গৌরনগর ব্লকে যেসমস্ত মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছিলো তারমধ্যে একটি মনোনয়ন পত্রও কোন প্রার্থী প্রত্যাহার করেনি। তাছাড়া গৌরনগর ব্লকের অ ধীনে ঊনকোটি জেলা পরিষদের চারটি আসন রয়েছে। সবগুলি আসনে হাড্ডাহাড়ি লড়াই হচ্ছে। ভোট শান্তি পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যেই গৌরনগর ব্লক এলাকায় পাঁচ কোম্পানি আধা সামরিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।